নাইজারে মসজিদে মুসল্লিদের উপর হামলা, নিহত ৪৪

সারে-জমিন

গাজায় বর্বর হামলার প্রতিবাদে মিছিল হরিশ্চন্দ্রপুরে

রূপসী বাংলা

ধোঁয়া থেকে বাঁচার জন্য আগুন জ্বালাচ্ছেন নেতানিয়াহু!

সম্পাদকীয়

আওরঙ্গজেব: উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও এক সম্রাটের উত্থান

রবি-আসর

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২৩ মার্চ, ২০২৫
৮ চৈত্র ১৪৩১
২২ রমজান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

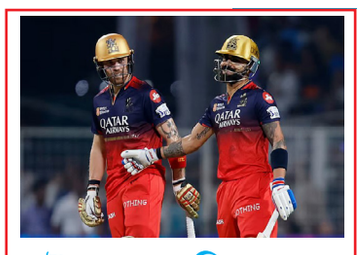

সল্ট ও কোহলির জোড়া পঞ্চাশে কেকেআরের হার

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 80 ■ Daily APONZONE ■ 23 March 2025 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

চেন্নাইয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষ রোজ ইফতার দিচ্ছে রোজাদারদের

আপনজন ডেস্ক: রমজানে মুসলিমদের ইফতার পরিবেশনের জন্য চেন্নাইয়ের সুফিদার মন্দির আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির নিদর্শন হয়ে উঠেছে। চেন্নাইয়ের প্রাণকেন্দ্রে মাইলাপুরে অবস্থিত এই মন্দিরটি গত ৪০ বছর ধরে রোজাদার মুসলিমদের ইফতার পরিবেশন করে হিন্দু ও মুসলমানদের একত্রিত করে আসছে। দেশভাগের সময়

সম্প্রীতির নজির

চেন্নাইয়ে আশ্রয় নেওয়া সিন্ধু থেকে আসা হিন্দু শরণার্থী দাদা রতনচাঁদ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন ও ইফতারের ব্যবস্থা করেন। রমজান মাসে প্রতিদিন ১২০০ মানুষের জন্য ইফতারি তৈরি করেন স্বেচ্ছাসেবকরা। মেনুতে থাকে বিরিয়ানি, ফ্রায়েড রাইস, সবজির আচার, জাফরান দুধ ও ফলের মতো নানা ধরনের খাবার। এরপর এই খাবারগুলো বিকালে ঐতিহাসিক ওয়ালাজাহ মসজিদে নিয়ে যাওয়ার পর সন্ধ্যায় স্বেচ্ছাসেবকরা ইফতার করান রোজাদারদের।

রাজ্যবাসীকে শান্তি বজায় রাখার আর্জি জানিয়ে লন্ডন রওনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্য চালানোর যুগ্ম দায়িত্বে সুব্রত বক্সি ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যবাসীকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে শনিবার ব্রিটেন সফরে গেলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিমানবন্দরের বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তিনি রাজ্যে না থাকলেও এখানকার বিষয়গুলির উপর সর্বদা নজর রাখবেন।

তিনি বলেন, আমাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে মানুষ শান্তিতে বসবাস করুক এই কামনা করি। আমি নিশ্চিত এই ঐতিহ্য অব্যাহত থাকবে।

আমি বিদেশে অবস্থানকালে (কর্মকর্তা ও মন্ত্রীদের সঙ্গে) যোগাযোগ রাখব। তিনি আরও বলেন, মাত্র চার-পাঁচ দিনের ব্যাপার আমি এখানে থাকব না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে শাটডাউনের কারণে তার সফরসূচি ব্যাহত হয়েছিল।

তিনি বলেন, আমাদের বেশ কয়েকটি ব্যবসায়িক বৈঠক রয়েছে। দেখা যাক কীভাবে তাদের জায়গা দেওয়া যায়, কিছু কাটছাঁট করে নতুন করে সাজাতে হবে। দেখা যাক কীভাবে ম্যানেজ করা যায়। ২৪ মার্চ লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনে বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি।

২৫ মার্চ গত মাসে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটে (বিজিবিএস) প্রাপ্ত বিনিয়োগ প্রস্তাবের ফলোআপ নিয়ে একটি বৈঠক হবে। ২৬ মার্চ জিটু-সরকার (জিটুজি) অনুষ্ঠানে এবং ২৭ মার্চ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এ জাতীয় আরেকটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী অংশ নেবেন। আগামী ২৯ মার্চ কলকাতায় ফিরবেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এটি তার দ্বিতীয় ব্রিটেন সফর হবে। প্রথমটি ছিল ২০১৭ সালের নভেম্বরে। গত সপ্তাহেই তাঁর সফরে সম্মতি দিয়েছে কেন্দ্র।

অন্যদিকে, শনিবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার বেশ কয়েকটি এলাকায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্টার দেখা যায়। কলকাতায় 'অধিনায়ক অভিষেক' লেখা বিপুল সংখ্যক পোস্টার ও হলুদ পতাকা পাওয়ার একদিন পরেই এই পোস্টারগুলি সামনে এল।

মজার ব্যাপার হল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্টারের ঠিক পাশেই দেখা গিয়েছে তার ভাইপো তথা তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্টার।

তৃণমূলের অন্যতম সোশ্যাল মিডিয়া সেল এফএএম (ফিয়ারলেস এআইটিসি মেম্বারস)-এর তরফে মুখ্যমন্ত্রীর পোস্টার লাগানো হয়েছে।

তৃণমূল নেতাদের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার ভাইপো তথা দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে 'ক্রমবর্ধমান মতপার্থক্য' কয়েক মাস পরে 'সঙ্কুচিত' হয়ে এসেছে বলে মনে হচ্ছে, যার ফলে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

যারা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ, বিশেষ করে দলের যুব শাখা মনে করছে, এটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কামব্যাক এবং তাকে ফের 'ক্যাপ্টেন' পদ দেওয়া হল। তাই ওরা এই ধরনের পোস্টার দিয়ে উৎসব করছে।

এদিকে, তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন তিনি পুরো দলের দেখভাল করবেন এবং কোনও সন্দেহ নেই যে তিনি দলের সুপ্রিমো। তিনি কয়েকজনকে মাত্র সাত দিনের জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন, তাই তাতে কিছু যায় আসে না।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভাল ফল করার পরে কিছু বিষয়ে রাজ্য প্রশাসনের থেকে আলাদা অবস্থান নেওয়ায় জল্পনা শুরু হয় মমতা-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে 'দূরত্ব' বৃদ্ধি নিয়ে। রাজ্যে শাসক দলের অন্দরে পুরনো ও নতুন রক্ষীদের মধ্যে বিস্তর ফাটলের মধ্যে গত বছরের ডিসেম্বরে মমতা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তৃণমূলের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক বিষয়ে তিনিই চূড়ান্ত কর্তৃত্ব। রাজ্য বিধানসভার সদ্য সমাপ্ত শীতকালীন অধিবেশনে তৃণমূল বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যেখানে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, আমি দলের চেয়ারপার্সন, আমিই শেষ কথা।

বৃহস্পতিবারই লন্ডন সফরে যাওয়ার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য পাঁচ সদস্যের টাস্ক ফোর্স গঠনের কথা ঘোষণা করেন। তার গঠিত এই টাস্ক ফোর্সে রয়েছেন স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, অতিরিক্ত মুখ্য সচিব বিবেক কুমার ও প্রভাত মিশ্র, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, সুজিত বসু, অরূপ বিশ্বাস এবং ফিরহাদ হাকিমকে নিয়ে গঠিত প্রবীণ মন্ত্রীদের একটি দল আমলাদের সঙ্গে সমন্বয় করে সরকার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবে। তাঁর অনুপস্থিতিতে সুব্রত বক্সী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের কাজকর্ম দেখবেন বলেও ঘোষণা করেন তিনি।

নীতিশ, নাইডুর ইফতার মজলিশ বয়কট জমিয়তের

আপনজন ডেস্ক: জেডি (ইউ), টিডিপি এবং চিরাগ পাসোয়ানের এলজেপি (রাম বিলাস) গোষ্ঠীর মতো ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি সংবিধান রক্ষা করতে ও ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের মতো কেন্দ্রের নীতির বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে যথেষ্ট কাজ করছে না" বলে ক্ষুব্ধ হয়ে জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দ এক বিবৃতিতে বলেছে, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এখন থেকে এই জাতীয় লোকদের কেবল "প্রতীকী প্রতিবাদ" হিসাবে এড়িয়ে চলবে না, তাদের কর্মসূচিতেও অংশ নেবে না। যার মধ্যে রয়েছে 'ইফতার মজলিশ' ও 'ঈদ মিলন'।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা আরশাদ মাদানি এক বিবৃতিতে বলেন, নীতিশ কুমার, চন্দ্রবাবু নাইডু এবং চিরাগ পাসোয়ানের মতো নেতারা, যারা ক্ষমতার লোভে সরকারকে সমর্থন করেছিলেন, তারা এখন কেবল মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক শক্তির পক্ষই নিচ্ছেন না, তারা সংবিধান ও দেশের আইন ধ্বংসকেও সমর্থন করছেন। তাদের নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলা বন্ধ করা উচিত। দেশে মুসলমানদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক অনুসারী জমিয়ত অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও "দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের" তাদের কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে, এমনকি ইফতার মজলিশের ক্ষেত্রেও।

আরশাদ মাদানি বলেন, মুসলমানদের প্রতি যে অন্যায় আচরণ করা হয়, তা এখন আর কারও কাছেই গোপন নয়। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, যারা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ দাবি করে এবং মুসলমানদের শুভাকাঙ্ক্ষী বলে দাবি করে তারা এখন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ওয়াকফ, উপাসনালয় ও ঐতিহ্য ধ্বংসের রাজনীতি করছে। এই ধর্মনিরপেক্ষ নেতারা এখনও এই ধরনের জরুরি বিষয়ে মিডিয়ায় একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতিও দেননি।

অন্যদিকে, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার অন্তর্গত ইমারতে শরিয়াহ মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে নির্ধারিত ইফতারের আমন্ত্রণের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। ইমারত শরিয়াহর চিঠিতে বলা হয়েছে, ২৩ মার্চ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের ইফতার মজলিশে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওয়াকফ বিলের প্রতি নীতিশ কুমারের সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা ক্ষমতায় আসার সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন।

সকল রাজ্যবাসীকে জানাই অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা, ঈদ মোবারক

পাকদহ গ্রামবাসি বৃন্দ দ্বারা পরিচালিত

বিরাট পরিপূর্ণ হিফজ কোরান প্রতিযোগিতা

স্থান- পাকদহ ফুটবল ময়দান, সওালিয়া, শাসন, উত্তর ২৪ পরগনা

ঈদ-উল-ফিতর ২০২৫ এর পরের দিন

প্রধান অতিথি-
আহমদ হাসান ইমরান
চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশন
সম্পাদক, পুবের কলম পত্রিকা

পুরস্কার মূল্য

প্রথম পুরস্কার - নগদ ২০,০০০ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার - নগদ ১৫,০০০ টাকা
তৃতীয় পুরস্কার - নগদ ১২,০০০ টাকা
চতুর্থ পুরস্কার - নগদ ১০,০০০ টাকা
পঞ্চম পুরস্কার - নগদ ০৮,০০০ টাকা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক-
আব্দুল হাই
বিশিষ্ট সমাজসেবী ও
উপপ্রধান, দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, বারাসাত-২ ব্লক

সন্ধ্যা ৭টার পর থাকছে বিভিন্ন শিল্পী সহযোগে গজল-এর অনুষ্ঠান

এছাড়া প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার (১০০০ টাকা) থাকবে

যোগাযোগ-9830035556 / 9874174386 / 7872783003 / 7063656739

সকলের রইলো সাদর আমন্ত্রণ

প্রথম নজর

বেলগাছিয়ায় ব্যাহত পানীয় জলের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার বেলগাছিয়ায় আজও দুর্ভোগ অব্যাহত। বৃষ্টিতে ব্যাহত হচ্ছে মেরামতের কাজ। এখনও পানীয় জলের সঙ্কট মেটেনি বহু ওয়ার্ডে। বেলগাছিয়া ভাগাড় সংলগ্ন এলাকায় মানুষের জলকষ্ট অব্যাহত। গতকালের মতো আজ সকালেও ফাটল দেখা যায় একাধিক জায়গায়। দেখা যায় বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ে রয়েছে। মানুষজন রীতিমতো আতঙ্কিত। প্রায় ৩০টির পরিবারকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি স্কুল এবং একটি ক্লাবে রাখা হয়েছে। সেখানেই তাদের আপাতত থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছেলের স্মৃতিতে মায়ের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: পুত্র শোকে মুহ্যমান মা। বুকের মধ্যে হাজার যন্ত্রণা। তবুও ছেলের স্মৃতিতে সমাজের স্বার্থে ভালো কিছু করার উদ্যোগ শোকাতুর এক পুত্র হারানো মায়ের । শনিবার রাজনগরে সেরূপ এক মহতী উদ্যোগ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। জানা যায় রাজনগর ক্যারাটে একাডেমীর কর্ণধার রেশমি দে তাঁর ছেলে সৌভিক আঢ্য-র স্মৃতিতে এদিন রাজনগর শম্ভু বংশী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন।
রেশমি দের মা মিনতি দে এদিন ফিতে কেটে এই রক্তদান শিবিরের শুভ সূচনা করেন। রেশমি দে জানান গত সাত বছর আগে তার একমাত্র ছেলে সৌভিক আঢ্য মাত্র ১৯ বছর বয়সে বিএ পাঠরত অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করে। তার স্মৃতির উদ্দেশ্যেই এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের বক্তব্য জেলার হাসপাতাল গুলিতে রক্তের ঘাটতি মেটানোর উদ্দেশ্যেই এবং তার ছেলের স্মৃতিতে এরূপ রক্তদান শিবিরের আয়োজন। এলাকার বেশ কিছু পুরুষ ও মহিলা এদিন রক্তদান করেন। উল্লেখ্য রেশমি দে নিজেও এদিন এই রক্তদান শিবিরে রক্ত দান করেন। রেশমি দের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা।

আবাস নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: আবাস যোজনার তালিকায় নাম তুলে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে।
ভগবানগোলা-২ ব্লকের যদুপুর এলাকায় আবাস যোজনার বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল নেতা ও প্রাক্তন প্রধান গোলাম মুর্তজার বিরুদ্ধে। স্থানীয় বাসিন্দা জাহাঙ্গীর শেখ জানান, দেড় বছর আগে ২০ হাজার টাকা দেওয়ার পরও তিনি বাড়ি পাননি। আরেক বাসিন্দা আসমা বিবির অভিযোগ, টাকা না দেওয়ায় তিনি সুবিধা পাননি। যদিও মুর্তজা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, "এটি রাজনৈতিক চক্রান্ত, প্রশাসন তদন্ত করলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।" কংগ্রেস নেতা মহম্মদ শাহাবুদ্দিন দাবি করেন, "রাজনৈতিক ভাবে কেউ অভিযোগ করছেন না, সাধারণ মানুষই অভিযোগ তুলছেন তার বিরুদ্ধে। এতে কোন রাজনৈতিক গন্ধ নেই।" ব্লক তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রউফ অবশ্য মুর্তজার পাশে দাঁড়িয়ে একে ভিত্তিহীন প্রচার বলছেন।
প্রশাসনিক সূত্রে দাবি করা হয়েছে, এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি, নিয়ম মেনেই তালিকা তৈরি হচ্ছে।

‘মিশন অভয়া’-র মিছিল বউবাজার ক্রসিং থেকে মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অব্যবস্থার প্রতিবাদে শনিবার বৌবাজার ক্রসিং থেকে জড়ো হয়ে মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত মিছিল করে গিয়ে হাসপাতালের সুপারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিল কংগ্রেসের সেবাদল। ২৩ শে মার্চ শহীদ এ -আজম ভগৎ সিংহের আত্মত্যাগ দিবসের স্মরণে প্রমোদ পান্ডের আইএনটিইউসি বাদল ও শ্রাবন্তী সিং এর ডাকে মহিলা আইএনটিইউসির সত্যগ্রহীরা মাথায় হলুদ পাগড়ি বেঁধে এই কর্মসূচীটি পালন করেন। সংগঠনের তরফে বলা হয়, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তার নেই, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড অকেজো, রক্ত নেই, ওষুধ নেই, চারিদিকে দালাল চক্র এবং হাসপাতালের পরিষেবা খারাপ হয়ে যাওয়ার জন্য এই "স্বাস্থ্য ক্রান্তি" কর্মসূচীর আয়োজন, যা আমাদের লাগাতার চলা "মিশন অভয়া" আন্দোলনের অংশ। ৮ই মার্চ ডাফরিন ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের পরে ২২শে মার্চ মেডিকেল কলেজ অভিযান হল। তারপরে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ, এসএসকেএম, আরজিকর, আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজ, বিআল সিং হাসপাতাল, বেলেঘাটা আইডি ছাড়াও বেসরকারি হাসপাতাল বেলভিউ ও অ্যাপোলো হাসপাতারের সামনেস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অব্যবস্থা নিয়ে "মিশন অভয়া" কর্মসূচি চলবে।
ত্রিদিনের এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন এআইসিসি সদস্য মানস সরকার, যুব নেতা আসিফ ইকবাল, অংশুমান দাস আইএনটিইউসি সেবাদল শ্রমিক নেতা রাকেশ শুক্লা, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সংখ্যালঘু বিভাগের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক তথা কোলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট এর বিশিষ্ট আইনজীবী আসফাক আহমেদ, সেবাদল সহসভাপতি শঙ্কর হাজরা, দীপক সিংহ সম্পাদক মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেসে মহিলা আইএনটিইউসি সাধারণ সম্পাদিকা এরিনা সিং, মহিলা নেত্রী শীলাদি বিদ্যা দত্ত ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আদিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া গুজব বন্ধে দেওচা পাচামি কয়লা ব্লক নিয়ে সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বীরভূমের দেওচা পাচামি দেওয়ানগঞ্জ হরিনশিঙা কয়লা খনির (ডিপিডিএইচ) বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং এলাকার আদিবাসীদের মধ্যে কয়লা খনি নিয়ে ছড়িয়ে পড়া গুজব এবং ভুল তথ্য দূর করার জন্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ উন্নয়ন ভবনে শনিবার আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় উপজাতি প্রধানদের সম্মিলিত সংগঠন ভারত জাকত মাঝি পরগনার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন । এছাড়াও সংখ্যালঘু বিষয়ক মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব পিবি সেলিম, রাজ্যসভার সংসদ সামিরুল ইসলাম সহ বীরভূমের জেলা শাসক, এসপি, বীরভূম, ডিএসপি, বীরভূম সহ ডাব্লুবিপিডিসিএল-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন । সভার শুরুতে ডিপিডিএইচ-এর উপর একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয় । এরপর ডিপিডিএইচ কয়লা খনির কারিগরি দিকগুলির উপর একটি বিস্তারিত পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনাও দেখানো হয় । পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনায় বলা হয় যে, ভারত সরকারের একটি প্রিমিয়ার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান সেন্ট্রাল মাইন প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিজাইন ইন্সিটিউট লিমিটেড কর্তৃক কয়লা ব্লকের বিস্তারিত অনুসন্ধানের পর, ভূতাত্ত্বিক এবং ধারণাগত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছিল, যেখান থেকে জানা গেছে যে কয়লা ব্লকটি ভূগর্ভস্থ কাজের জন্য উপযুক্ত। সেই অনুযায়ী ডাব্লুবিপিডিসিএল ডিপিডিএইচ কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য ভূগর্ভস্থ খনির পদ্ধতি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং ভূগর্ভস্থ কাজ এমনভাবে পরিচালনা করা হবে যাতে একটিও বাড়ি উচ্ছেদ না হয় এবং পরিবেশেরও কোনও অবনতি না হয়। সেই অনুযায়ী, বৈজ্ঞানিক সুপারিশ অনুসারে স্থায়ী পরিবেশ-বান্ধব খনির পদ্ধতি গ্রহণের গুরুত্বকে আরও জোরদার করার জন্য ন্যাশনাল ইন্সিটিউট অফ রক মেকানিক্স, বেঙ্গালুরুকে কয়লা ব্লকের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
বর্তমানে ৮০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ব্যাসল্ট খনির জন্য ৩২৬ একর এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ৩২৬ একর জমিতে মানুষের বসতি সহ কোনও ভূ-পৃষ্ঠের পরিকাঠামো নেই। প্রথম পর্যায়ে, ১২ একর জমিতে কাজ শুরু করা হয়েছে যেখানে মহুয়া, অর্জুন ইত্যাদি প্রজাতির ১৮৫টি গাছ ছিল। এই গাছগুলির প্রতি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা এবং সংযুক্তির কথা মাথায় রেখে, ডাব্লুবিপিডিসিএল এবং জেলা প্রশাসন ভারতের সেরা সংস্থা দ্বারা নিকটবর্তী এলাকায় এই গাছগুলি স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেগুলির বেঁচে থাকার হার প্রায় ৯০%, খনির কাজ শুরু হওয়ার আগে এই উদ্যোগ খনি শিল্পের মধ্যে সর্বপ্রথম এখানেই নেওয়া হয়েছে।
সভায়, প্রকল্প সম্পর্কে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভ্রান্তিকর এবং মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে পড়ার বিষয়ে উদ্বেগ উত্থাপন করা হয়েছিল। উপস্থিত সদস্যরা প্রকৃত পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করেছেন এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এবং যেকোনো সন্দেহ দূর করার জন্য স্পষ্টীকরণ প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে ভুল তথ্য মোকাবেলা করার পাশাপাশি প্রকৃত উদ্বেগগুলি সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।
সভার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল ব্যাপক গবেষণা ও উন্নয়ন প্যাকেজ নিয়ে আলোচনা, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য ন্যায্য ক্ষতিপূরণ এবং স্থায়ী জীবিকার সুযোগ নিশ্চিত করা। সিএমডি, ডাব্লুবিপিডিসিএল এবং ডিএম, বীরভূম স্পষ্টভাবে বলেছেন যে প্রকল্পটি একটি ভূগর্ভস্থ প্রকল্প হবে যেখানে কোন পরিবারকে বাস্তুচ্যুত করা হবে না। প্রশাসন আশ্বস্ত করেছে যে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সমস্ত সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুভূতিকে সম্মান করা হচ্ছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কোনও পবিত্র ভূমিকে ব্যবহার করা হবে না।
সভায় দেওচা পাচামি কয়লা প্রকল্পটি দায়িত্বশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্বচ্ছভাবে বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে, যা স্থায়ী উন্নয়নের প্রচারের পাশাপাশি স্থানীয় সম্প্রদায়ের কল্যাণ নিশ্চিত করবে। প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য সর্বোত্তম পদক্ষেপ চূড়ান্ত করার জন্য আরও আলোচনা এবং গবেষণা পরিচালিত হবে।

গাজায় বোমা বর্ষণ ও বর্বর হামলার প্রতিবাদে মিছিল হরিশ্চন্দ্রপুরে

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ফিলিস্তিনের গাজায় লাগাতার ধ্বংসলীলা,বোমা বর্ষণ এবং বিধ্বংসী হামলার প্রতিবাদে শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ও ২ ব্লক সিপিএম এর উত্তর মধ্য পূর্ব-পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে হরিশ্চন্দ্রপুর শহীদ মোড়ে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করেন। হরিশ্চন্দ্রপুর দুটি ব্লকের একাধিক সিপিএমের কর্মীরা এই মিছিলের অংশগ্রহণ করেন। এই মিছিলের পরে শহীদ মোড়ে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এ সভায় ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিইয়াহু এর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এদিনের উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌস, সিপিএম জেলা কমিটির সদস্য আরজাউল হক,অনুপ আচার্য, প্রণব দাস প্রমুখ।রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌস বলেন, কয়েক দশক ধরে ইসরাইল ফিলিস্তিনের একাধিক অংশ জবরদখল করে রয়েছে। এই রমজান মাসে গাজায় ইসরাইলের আক্রমণে ৪০০ জন প্রাণ হারিয়েছেন, ৫০০ জন আহত। আমরা ইসরাইলের এই আগ্রাসনে তীব্র নিন্দা জানাই। অবিলম্বে এই আক্রমণ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। ইসরাইলের এই বিধ্বংসী আক্রমণে প্যালেস্টাইনের শিশু থেকে বৃদ্ধ অসংখ্য প্রাণ অকালে চলে যাচ্ছে।

বোলপুরে তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠকে গরহাজির অনুব্রত মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বোলপুর

আপনজন: তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠকে গরহাজির অনুব্রত মন্ডল ও সুদীপ্ত সুদীপ্ত ঘোষ। জল্পনা তীব্র রাজনৈতিক অন্দরমহলে। বেড়েছে চাপানোতোড়। দীর্ঘ তিন মাস পর বোলপুরে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল কোর কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। আজ দুপুর ৩টায় শুরু হওয়া এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কোর কমিটির আহ্বায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ, বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা ও লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কোর কমিটির চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল এবং সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ এই বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। তাদের অনুপস্থিতি ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে।সূত্রের খবর, অনুব্রত মণ্ডল বর্তমানে ডেউচা পাঁচামিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু দলের কোর কমিটির বৈঠকে তার অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে যখন বীরভূমের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধির কৌশল নিয়ে আলোচনা চলছে, তখন তার এই গরহাজিরি নতুন জল্পনা সৃষ্টি করেছে।
আজকের এই বৈঠকে মূলত আলোচনা হয়েছে আগামী দিনে কিভাবে বীরভূমের রাজনৈতিক মেরুকরণ ও সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও মজবুত করা যায় তা নিয়ে। এছাড়া আসন্ন নির্বাচনী কৌশল নিয়েও কথা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।
তবে, অনুব্রত মণ্ডলের অনুপস্থিতি নিয়ে দলীয় মহলে আলোচনা শুরু হলেও, দলের নেতারা এটিকে স্বাভাবিক ঘটনা বলেই ব্যাখ্যা করছেন। তবে এদিন বৈঠকের শেষে কোর কমিটির আহ্বায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী বলেন অনুব্রত মন্ডল অনুপস্থিত থাকার না কারন ডেউচা পাচামীতে প্রশাসনিক বৈঠকে গেছেন তবে অপরদিকে জেলা পরিষদের সভাধিপতি বলেন এদিন ডেউচা পাচামী নিয়ে কোন বৈঠক নেই তবে অনুব্রত মন্ডল কেন ছিলেন সেটা আমি বলতে পারবোনা। ফলে রাজনৈতিকের অন্দর মহলে চাপনোতোর বেড়েছে। এখন দেখার বিষয়, আগামী দিনে বীরভূমে তৃণমূলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কোন পথে এগোয়।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আলোচনা সভা

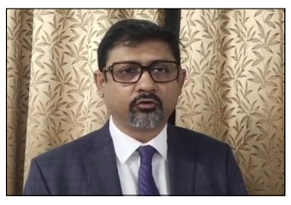

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং শিশু নির্যাতন ও পাচার ঠেকানোর ক্ষেত্রে জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল মালদায়। শুক্রবার সন্ধ্যায় মালদা পুলিশ লাইনের কনফারেন্স হলে এই সামাজিক গঠনমূলক আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে সামাজিক সচেতনতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত পুলিশ আধিকারিক ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সামনে তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি মতামত বিনিময় করা হয়।
এদিনের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈন, কলকাতার ভবানী ভবনের সরকারি পাবলিক প্রসিডিউটার দেব রঞ্জন ব্যানার্জি, জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন অস্বরিশ বর্মন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের চাইল্ড প্রটেকশন অফিসার সুখেন্দু শেখর জানা, জেলার প্রতিটি থানার বেশ কিছু পুলিশ আধিকারিকেরাও উপস্থিত ছিলেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কৈখালিতে ইফতার মজলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রাজারহাট

আপনজন: পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে বিধাননগর পুরনিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে কৈখালি মণ্ডলগাঁতী পূর্বপাড়ায় একটি ইফতার-এ-মজলিস অনুষ্ঠিত হল শনিবার সন্ধ্যায়। সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন বিধাননগর পুরনিগমের কাউন্সিলর সম্রাট বড়ুয়া, ইমাম হাসানুজ্জামান, স্থানীয় গুনীজন সহ অসংখ্যা রোযাদার ব্যক্তিরা। দেশের মঙ্গল কামনায় সকলেই একসঙ্গে দোয়ায় সামিল হন। এই ইফতার মজলিসের মূল উদ্যোক্তাদের বিশিষ্ট সমাজসেবি আজাহার উদ্দিন মণ্ডল (বকুল)। তিনি বলেন, প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ইফতার মজলিসে প্রায় তিনশো জন মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সেখানে অন্য ধর্মালম্বী মানুষেরাও উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি দেশের মঙ্গল কামনায় সকলে একত্রিত হয়ে সৃষ্টি কর্তার কাছে প্রার্থনাও করা হয়েছে।

আইআইটি প্রবেশিকায় কৃতী রৌশন সংবর্ধিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তুফানগঞ্জ

আপনজন: সর্বভারতীয় আইআইটি জ্যাম এক্সামে ৩২৪ রেঙ্ক করে নজর কেড়েছে কোচবিহারের ছেলে। সংসারে অভাব অনটন, তাই তো পড়ার ও বাবার সংসারে খরচ যোগাতে লক্ষ্যভেদ কোচিং সেন্টারে ছাত্র পড়ায়। এরপরেও আইআইটি প্রবেশিকায় ৩২৪ স্থান অধিকার করে প্রশংসা অর্জন করল রৌশন আলি। তার বাড়ি কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার বলরামপুরের শৌলধুকরীতে। বাবা মকসেদ আলী পেশায় রাজমিস্ত্রি। মা-বাবার তিন ছেলের মধ্যে বড় ছেলে রৌশন আলী। রৌশন আলীর সাফল্যে সংবর্ধনা প্রদান করে লক্ষ্যভেদ কোচিং সেন্টার।
কোচিং সেন্টারে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাকে সংবর্ধনা প্রদান করেন কোচিং সেন্টারের ম্যানেজার কালজানী সাজাহান উদ্দিন হাই স্কুলের প্রাক্তন ডেপুটি শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায় , কোচবিহার জেলা জজ আদালতের আইনজীবী মনিরুজ্জামান ব্যাপারী সহ অন্যান্যরা।
সংবর্ধিত হয়ে রৌশন আলী বলেন, গরীবের ঘরে জন্ম হয়েছে তাই অভাব অনটন নিত্যসঙ্গী।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ছাত্র সংগঠনের সূচনা, কমিটি গঠন

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● কলকাতা

আপনজন: শনিবার সমাস্থা কেন্দ্রীয় সুন্নি স্টুডেন্ট ফেডারেশন (এসকেএসএসএফ) এর নয়া ইউনিটের সূচনা হল আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সংগঠনের ক্যাম্পাস উইংয়ের জাতীয় পর্যায়ে ওয়াইড আউট রিচ কর্মসূচি প্রোগ্রামের মাধ্যমে উদ্বোধন হল এদিন। এদিন জাতীয় স্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল কমিটির ওয়ার্কিং সেক্রেটারি মনসুর হুধাভি, ন্যাশনাল ক্যাম্পাস উইংয়ের ওয়ার্কিং কনভেনর আব্দুর রহমান, আউট রিচ প্রোগ্রামের কনভেনর সালমান ও পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক মুদ্দাসসির মণ্ডল সহ আরো অনেকেই। ইফতারের প্রাক্কালে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের এসকেএসএসএফ নতুন কমিটির পদাধিকারী নির্বাচন করা হয়। এদিন সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন আরিজুল মন্ডল, সাধারণ সম্পাদক আবুবক্কর মৃধা , সহ সভাপতি সামিম গাজী, সহ সম্পাদক সোহাইল ইসলাম, কার্যকারী সম্পাদক মোহাম্মদ আসিফ ইকবাল মন্ডল ,কোষাধ্যক্ষ রাজিবুল সহ সদস্য হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আবু বকর , শোয়ায়েব আব্দুল মোমেন সহ আরো অনেকেই। সমাস্থা কেন্দ্রীয় সুন্নি স্টুডেন্ট ফেডারেশন দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কেরালার গণ্ডি ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয়ভাবে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের জন্য কাজ করে চলছে।
চলতি মাসে পার্কসার্কস এলাকায় তিলজলা রোডের সন্নিকটে আবেদিনী অর্কিডে রাজ্যের অফিস এর উদ্বোধন হয়েছে। এই অফিসের মধ্যে দিয়ে সারা রাজ্যে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে বলে জানান রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক মুদ্দাসির মণ্ডল।

ইফতার মাহফিল প্রায় তিন হাজার জনকে নিয়ে

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের বিকৌর বড়ো সোহার গ্রামে এক মহতী ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। নস্য সেখ উন্নয়ন পরিষদ ও শেরসাবাদিয়া বিকাশ পরিষদ-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই ইফতার মাহফিলে প্রায় তিন হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমান অংশগ্রহণ করেন।
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শেরসাবাদিয়া বিকাশ পরিষদের কার্যকরী সভাপতি হাজী মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, নস্য সেখ গোষ্ঠীর অন্যতম মুখ সেখ শামসুল, হাজী আব্দুল বাসির, বিশিষ্ট চিকিৎসক মর্তুজা কামাল সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
হাজী শাহাবুদ্দিন, শেখ শামসুল ও মর্তুজা কামাল জানান, "আজকের এই ইফতার মাহফিল শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং করণদিঘির জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার ও সম্প্রীতির বার্তা দেওয়ার একটি মহতী উদ্যোগ। সমাজে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার জন্য এমন আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"।

প্রথম নজর

এক সপ্তাহে সৌদি আরবে ২৫ হাজারের বেশি অবৈধ অভিবাসী গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: গত এক সপ্তাহে ২৫ হাজারের বেশি অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেফতার করেছে সৌদি সরকার।শনিবার সৌদি প্রেস এজেন্সি জানিয়েছে, সৌদি কর্তৃপক্ষ এক সপ্তাহে ২৫,১৫০ জনকে আটক করেছে যারা আবাসন, কাজ এবং সীমান্ত নিরাপত্তা সম্পর্কিত নিয়ম ভঙ্গ করেছে। সৌদি কর্তৃপক্ষের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মোট ১৭,৮৮৬ জনকে আবাসন আইন ভঙ্গের জন্য আটক করা হয়েছে, ৪,২৪৭ জনকে অবৈধ সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করার জন্য এবং আরও ৩,০১৭ জনকে শ্রম সম্পর্কিত অপরাধের জন্য আটক করা হয়েছে। প্রতিবেদন বলা হয়েছে, ১,৫৫৩ জনকে অবৈধভাবে সৌদি আরবে প্রবেশের চেষ্টা করার জন্য আটক করা হয়েছে, এর মধ্যে ৬৯ শতাংশ ইথিওপীয়, ২৮ শতাংশ ইয়েমেনি এবং ৩ শতাংশ অন্যান্য দেশের নাগরিক ছিল। সৌদি প্রেস এজেন্সি জানিয়েছে, আরও ৬৩ জনকে প্রতিবেশী দেশগুলোতে সীমান্ত পার করার চেষ্টা করার সময় আটক করা হয়েছে এবং ৩৬ জনকে অবৈধ অভিবাসীদের পরিবহন এবং আশ্রয় প্রদান করার জন্য আটক করা হয়েছে। সৌদি আরবের মন্ত্রিপরিষদ জানিয়েছে, যদি কেউ অবৈধভাবে সৌদি আরবে প্রবেশে সহায়তা করে, যেমন পরিবহন এবং আশ্রয় প্রদান, তবে তার বিরুদ্ধে ১৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, ১০ লক্ষ রিয়াল জরিমানা এবং যানবাহন ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

টেসলার গাড়িতে হামলা করলে ২০ বছর জেল: ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্কের মালিকানাধীন সংস্থা টেসলার গাড়িতে হামলা চালালে সর্বোচ্চ সাজা হিসাবে ২০ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। সামাজিক মাধ্যমে এমনটাই জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। খবর ওয়াশিংটন পোস্টের।
গত কয়েক দিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রে টেসলার গাড়ি রয়েছে এমন দোকানে, চার্জিং স্টেশনে হামলার ঘটনা ঘটেছে। গত মঙ্গলবার লাস ভগোসে টেসলার দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। এমন ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লেখেন, ‘যারা টেসলার গাড়ি নষ্ট করবেন, তাদের ২০ বছরের জন্য জেলে যাওয়ার খুব ভাল সুযোগ রয়েছে। তাদের মধ্যে আর্থিক মদদদাতারাও রয়েছেন।’ প্রসঙ্গত, টেসলা বিশ্বের বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাণে প্রথম সারির একটি সংস্থা।
আর এই সংস্থার মালিক ইলন মাস্ক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি হিসেবেই পরিচিত।
দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসেই ট্রাম্প ইলন মাস্ককে আমেরিকার দক্ষতা বিষয়ক দফতরের শীর্ষ পদে বসিয়েছেন।
ইতিমধ্যেই সেই দফতরের একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে।

নাইজারে মসজিদে মুসল্লিদের উপর হামলা, নিহত ৪৪

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজারের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি মসজিদে স্থানীয় জঙ্গিগোষ্ঠীর হামলায় অন্তত ৪৪ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। শুক্রবারের এই হামলায় আহত হয়েছেন আরও কমপক্ষে ১৩ জন। শনিবার দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাতে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুরকিনা ফাসো ও মালি সীমান্তঘেঁষা নাইজারের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কোকোরো শহরের ফোমিতা গ্রামের মসজিদে শুক্রবার নামাজের সময় হামলার ঘটনা ঘটে। পশ্চিম আফ্রিকার সশস্ত্র ইসলামপন্থী গোষ্ঠী ইআইজিএস (ইসলামিক স্টেট ইন গ্রেটার সাহারা) এই হামলা চালিয়েছে বলে দেশটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। নাইজারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসলামিক স্টেটের (আইএস) অনুসারী ইআইজিএস গোষ্ঠী এই হামলার জন্য দায়ী। তবে গোষ্ঠীটির পক্ষ থেকে এখনও কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে রয়টার্স। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “ভারী অস্ত্রে সজ্জিত জঙ্গিরা মসজিদ ঘিরে ফেলে এবং পবিত্র রমজান মাসে নামাজরত মুসল্লিদের ওপর ‘বিরল নিষ্ঠুর গণহত্যা’ চালায়।” পরে সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময় জঙ্গিরা স্থানীয় একটি বাজার ও কয়েকটি বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে জানায় মন্ত্রণালয়। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা সৈন্যরা হামলায় ৪৪ জন বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু এবং ১৩ জন গুরুতর আহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
এই হামলার ঘটনায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দেশটিতে তিন দিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। ২০১২ সালে মালির ইসলামপন্থী তুয়ারেগ বিদ্রোহীরা দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় একটি ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এর জেরে একাধিক জঙ্গিগোষ্ঠী মালিতে ব্যাপক সহিংসতা শুরু করে। পরে বুরকিনা ফাসো, নাইজারসহ সাহেল অঞ্চলে এই সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। জঙ্গিদের দমনে স্থানীয় সৈন্যদের সহায়তায় পশ্চিমা বিভিন্ন দেশ ওই অঞ্চলে সেনা মোতায়েন করেছে। বিদ্রোহের বিরুদ্ধে লড়াইরত সৈন্যদের সহায়তায় পশ্চিমা দেশগুলোর অন্যতম প্রধান মিত্র নাইজার।

জার্মানির শিল্প খাতে বাড়ছে চিনা প্রভাব

আপনজন ডেস্ক: জার্মানির শিল্প খাতে ক্রমাগত চীনের প্রভাব বাড়ছে। চীন শুধু জার্মানির ফোকসভাগেন, মার্সিডিজের মতো গাড়ির বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই থেমে থাকেনি। রাসায়নিক ও প্রকৌশল খাতেও বাড়ছে চীনের উপস্থিতি। সেন্টার ফর ইউরোপীয় রিফর্মের (সিইআর) একটি প্রতিবেদন বলছে, জার্মানির শিল্প কারখানার কাঠামো বেশ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে।
যে কারণে আগামী পাঁচ বছরে শিল্প উৎপাদন কমে গিয়ে ৫৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান ও জিডিপির ২০ শতাংশ হুমকির মুখে পড়তে পারে। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর জার্মানি তার দীর্ঘদিনের মিত্র রাশিয়ার জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনে। যে কারণে রাসায়নিক ও ইস্পাতের মতো শিল্পের খরচ বেড়ে গিয়েছে। আর সেই অবস্থায় বাড়তি চাপ তৈরি করেছে চীনের ‘মেইড ইন চায়না ২০২৫’ কৌশল, যা চীনের স্বল্প মূল্যের উৎপাদন থেকে উচ্চ-প্রযুক্তি শিল্পে রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করেছে এবং সেটি জার্মানির মূল অর্থনৈতিক খাতের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতা করছে। শুরুতে জার্মানি চীনের অর্থনৈতিক উত্থানে প্রভাবিত হয়নি। কারণ তারা প্রযুক্তিগতভাবে নিম্ন প্রযুক্তির পণ্য উৎপাদনে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে বেইজিংয়ের শিল্প নীতি যখন থেকে জার্মানির গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, যেমন মোটরগাড়ি, ক্লিন টেকনোলজি ও যন্ত্র প্রকৌশলে সম্প্রসারিত হয়েছে, তখন থেকে দেশটির প্রভাব পড়া শুরু হয়েছে জার্মানিতে। চীনের দ্রুত অগ্রগতি সবচেয়ে স্পষ্টতই অটোমোবাইল বা গাড়ির শিল্পে। জার্মান গাড়ি নির্মাতারা বৈদ্যুতিক যানবাহনের দিকে ধীরগতিতে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য ব্যাপক সমালোচিত হয়েছে।
একই সঙ্গে ব্যাপক ছাঁটাই ও দেশীয় কারখানা বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে দেশটিতে।
জার্মানির যন্ত্র প্রকৌশল খাতেও এর প্রভাব পড়েছে। ২০১৩ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত শিল্প যন্ত্রপাতি রপ্তানির বৈশ্বিক বাজার কিছুটা হ্রাস পেলেও চীনে অর্ধেকেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে জার্মানিকে ছাড়িয়ে গেছে।

গাজায় যুদ্ধ বন্ধে নেতানিয়াহুকে মুক্তিপ্রাপ্ত জিম্মিদের চিঠি

আপনজন ডেস্ক: গাজায় নতুন সামরিক অভিযান বন্ধ করে হামাসের সঙ্গে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন হামাসের বন্দিদশা থেকে বেঁচে ফেরা ৪০ জন এবং গাজায় জিম্মিদের পরিবারের ২৫০ সদস্য। শুক্রবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সরকারের প্রতি লেখা এক চিঠিতে এই আহ্বান জানিয়েছেন তারা। খবর টাইমস অব ইসরায়েলের। চিঠিতে লেখা হয়েছে, ‘এই চিঠিটি রক্ত ও অশ্রু দিয়ে লেখা। এটি আমাদের সেসব বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যরা লিখেছেন যাদের প্রিয়জনদের বন্দিদশায় হত্যা করা হয়েছে এবং যারা চিৎকার করছে, ‘‘যুদ্ধ বন্ধ করুন’’। আলোচনার টেবিলে ফিরে আসুন এবং একটি চুক্তি সম্পূর্ণ করুন যা যুদ্ধ শেষ করার মূল্যে সমস্ত জিম্মিদের ফিরিয়ে দেবে। সামরিক চাপ তাদের বিপদে ফেলছে। সমস্ত জিম্মিদের ফিরিয়ে আনার চেয়ে জরুরি আর কিছুই নেই।’ এতে আরো লেখা হয়েছে, ‘আমরা সকলেই (যুদ্ধ বন্ধ) সমর্থন করি। যারা বন্দিদশা থেকে ফিরে এসেছে তারা ভয়াবহতা সহ্য করেছে, যারা এখনো গাজায় জিম্মি তাদের পরিবার আতঙ্কে অস্থির হয়ে আছে, যারা তাদের প্রিয়জনদের আলিঙ্গন করতে পেরেছেন এবং যারা তাদের প্রিয়জনকে দাফন করতে বাধ্য হয়েছেন, তারা ভাবতেন যে তারা বেঁচে ফিরতে পারতেন।’ চিঠিতে আরো বলা হয়েছে, ‘যুদ্ধে জীবিত জিম্মিদের হত্যা করা হয় এবং মৃতদের নিখোঁজ করা হয়। এটি কোনও স্লোগান নয়, এটি বাস্তবতা।

ইস্তাম্বুল মেয়রের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৩৪৩ জন আটক

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইস্তাম্বুলের মেয়র একরেম ইমামোগলু’র গ্রেফতারের প্রতিবাদে সারা দেশে এক রাতের মধ্যে ৩৪৩ জনকে আটক করা হয়েছে।
প্রতিবাদগুলো তুরস্কের বিশাল শহর ইস্তাম্বুল এবং রাজধানী আঙ্কারাসহ একাধিক শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে, মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে। শনিবার এ খবর দিয়েছে টাইমস অব ইসরাইল।
তারা বলেছে, এই আটক ‘জনসাধারণের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়া থেকে প্রতিরোধ করার জন্য’ করা হয়েছে এবং সতর্ক করে বলেছে, কর্তৃপক্ষ ‘অরাজকতা এবং প্ররোচনাকে সহ্য করবে না।’
বুধবার থেকে ইমামোগলু গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে হাজার হাজার তুর্কি নাগরিক শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে, যেখানে ইমামোগলুকে দুর্নীতি এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে সহায়তা করার মতো অভিযোগে আটক করা হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় হামলার বিরুদ্ধে তিন দেশে বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় ইসরাইলি বাহিনীর পুনরায় হামলা শুরুর প্রতিবাদে জর্ডান, মরক্কো এবং মৌরিতানিয়ায় বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে ইসরাইলের আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। গাজায় ইসরাইলি আক্রমণ এবং ফিলিস্তিনিদের উপর নিপীড়ন বন্ধ করার দাবিতে এই বিক্ষোভগুলো আয়োজন করা হয়। শুক্রবার এই বিক্ষোভগুলো বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়। আম্মানে শত শত মানুষ গাজায় ফিলিস্তিনিদের সমর্থন জানাতে রাস্তায় নামেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৪মি.

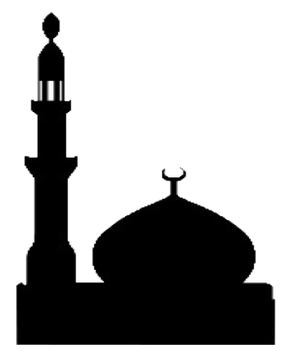

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১৫	৫.৩৭
যোহর	১১.৪৮	
আসর	৪.০৬	
মাগরিব	৫.৫৪	
এশা	৭.০৪	
তাহাজ্জুদ	১১.০৫	

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল
(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

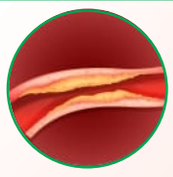
অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

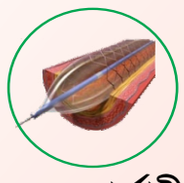
বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

আশ শিফা
ASHSHEEFA HOSPITAL
হসপিটাল

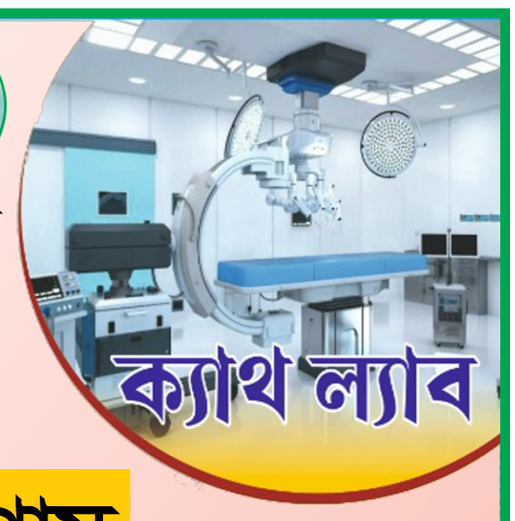

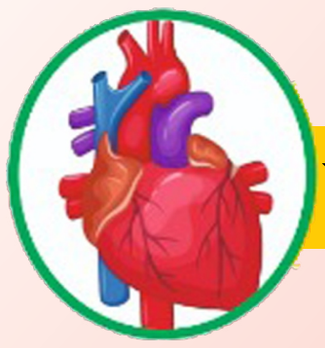
অ্যাঞ্জিওগ্রাম

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

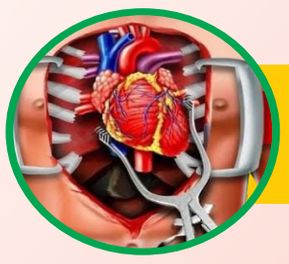
ওপেন হার্ট সার্জারি

মানুষের জীবন বাঁচানো (জরুরী), যাকাত দেওয়াও ফরজ (জরুরী)
তাই.জীবন বাঁচাতে আপনার অনুদান বা যাকাত একান্ত জরুরী।
দুঃস্থ মানুষদের সুচিকিৎসা দিতে আর্থিক অনুদানের আবেদন জানাই,
আপনার অনুদান আয়কর আইনের 12A ও 80G ধারায় করমুক্ত।

সরাসরি ব্যাঙ্কে অনুদান পাঠানোর বিবরণঃ
A/C No.: 219805002547, ICICI Bank,
Falta Branch. IFS Code: ICIC0002198

6295 122 937 / 9123721642

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৮০ সংখ্যা, ৮ চৈত্র ১৪৩১, ২২ রমজান ১৪৪৬ হিজরি

বিকল্প ব্যবস্থার গুরুত্ব

ফি উন্নত দেশসমূহে বিদ্যুৎ বা লোডশেডিংয়ের সমস্যা খুবই নগণ্য। যদিও এই ধরনের অগ্রগতি তাহারা রাতারাতি অর্জন করে নাই। 'বিদ্যুতের সমস্যা' তাহাদের জীবনে কখনোই ভোগান্তি বহিয়া আনে নাই, তেমনও নহে। ১৯৬৫ সালে নিউ ইয়র্ক শহর মাত্র ১৩ ঘণ্টার মতো ব্লাক আউটের কবলে চলিয়া যায়। ক্ষণিকের সেই লোডশেডিং মার্কিন নাগরিকদের শিখাইয়া দিয়া গিয়াছে বহু কিছু, যাহা লইয়া পরবর্তী সময়ে সিনেমা পর্যন্ত নির্মিত হইয়াছে।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার বিদ্যুদবিভ্রাট অনেকের জীবনে কী ধরনের অপ্রত্যাশিত 'বিভ্রাট-বিভ্রান্তি' ডাকিয়া আনিয়াছিল, ঐ ঘটনার পটভূমিতে নির্মিত 'Where Were You When the Lights Went Out?' নামক মুভিটিতে তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই মুভির একটি অত্যন্ত করুণ দিক হইল, কয়েক ঘণ্টার সেই লোডশেডিং মার্গারেট ও পিটার নামক দুই যুগলের জীবনকে করিয়া তুলে দুর্বিষহ! ঘটনার ঠিক ৯ মাস পর, মার্গারেট যখন সন্তান প্রসব করেন, তখন তাহাকে এহেন প্রশ্নের মুখে পড়িতে হয় যে. ব্লাকআউটের সেই নিকষ অন্ধকারময় মুহূর্তে তিনি আসলে কোথায় ছিলেন? এই ধরনের সন্দেহ দাম্পত্য জীবনকে কোথায় লইয়া যাইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

বিদ্যুদ্‌বিভ্রাটের ভয়াবহতা, ভোগান্তি কতটা সাংঘাতিক হইতে পারে, তাহা আবারও প্রত্যক্ষ করিল বিশ্ব! গতকাল শুক্রবার বিদ্যুদবিভ্রাটের কারণে লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দর সারা দিনের জন্য বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন কর্তৃপক্ষ। আশপাশের বিস্তর এলাকার বিদ্যুৎসংযোগ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় শুধু বিমানবন্দর নহে, হিথরোর আশপাশে ট্রেন চলাচলও ব্যাহত হয়। হিথরোয় বিদ্যুৎ সরবরাহকারী বৈদ্যুতিক সাবস্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা হইতে এই সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এই বিমানবন্দর সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত বিধায় এই ঘটনার রেশ বহিয়া যায় বিশ্বব্যাপী; হিথরোর সঙ্গে বিভিন্ন দেশের বিমান চলাচল বিঘ্নিত হইয়া পড়ে। প্রশ্ন হইল, হিথরোর ন্যায় একটি স্বনামধন্য ও প্রসিদ্ধ বিমানবন্দরে এই ধরনের অপ্রীতকর ঘটনা ঘটিল কেন? কারণ, ইহা তো উন্নয়নশীল বা অনুন্নত বিশ্বের ছবি! অনুন্নত দেশে আমরা নানা অব্যবস্থাপনা লক্ষ করিয়া থাকি: সেই সকল দেশে এমন ঘটনাকে 'স্বাভাবিক' হিসাবে দেখা যাইতে পারে; কিন্তু যুক্তরাজ্যের ন্যায় আলোকিত রাষ্ট্রের বেলায় আমরা কী বলিব? হিথরো বিমানবন্দরের ন্যায় স্থাপনাগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহে 'বিকল্প ব্যবস্থা' রাখা হয় নাই, ইহা কেমন কথা?

বিশ্বের অনেক দেশেই বিদ্যুদবিভ্রাট এবং লোডশেডিংয়ের ঘটনা অহরহ ঘটিয়া থাকে, যাহা অনেকটা 'ডগ বাইটস ম্যান' ক্যাটাগরির মতো! উন্নয়নশীল বিশ্বে এই সকল ক্ষেত্রে 'ম্যানেজমেন্ট' কতটা দুর্বল তাহা আমরা নিকট অতীতে লক্ষ করিয়াছি শ্রীলঙ্কার মাটিতে; একটি বানরের বাঁদরামিতে নাস্তানাবুদ হইয়া পড়ে সেই দেশের মানুষ। কলম্বোর দক্ষিণে একটি পাওয়ার স্টেশনে ঢুকিয়া পড়ে এক পাজি বানর এবং সেই ছোট্ট বানরের অনুপ্রবেশই দেশকে তীব্র ব্ল্যাকআউটে আচ্ছাদিত করিয়া ফালায়। বিদ্যুদবিভ্রাটের কারণে এই সকল দেশের মানুষের ত্রাহি অবস্থার কথা কাহারো অজানা নহে। এই সকল দেশ ম্যানেজমেন্টকে একদমই পাত্তা দেয় না, যাহা দৃশ্যমান সেই সকল দেশের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে। ফলে তাহাদের মাশুল গুনিতে হয় বিভিন্ন সময়; কিন্তু উন্নত বিশ্বে এই সংস্কৃতি প্রবেশ করিল কী করিয়া? ইহার পূর্বে বিলিয়নিয়ার ইলন মাস্কের স্পেস ভেঞ্চার স্পেসএক্সের এক ঐতিহাসিক মিশনে বিদ্যুদ্‌বিভ্রাটের ঘটনায় গ্রাউন্ড কন্ট্রোল বা মিশন পরিচালনার ক্ষমতা হারাইয়া যাইবার ঘটনা ঘটে, যাহা লইয়া বিশ্বে রীতিমতো হইচই পড়িয়া যায়। অর্থাৎ, এই ধরনের ঘটনাসমূহ উন্নত দেশেও 'নিয়মিত' হইয়া উঠিতেছে!

এমতাবস্থায় হিথরোর ন্যায় ঘটনাসমূহ হইতে সকলকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। পাশাপাশি যে কোনো ধরনের স্থাপনা বা প্রতিষ্ঠান কিংবা অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্নে সমন্বয়, ম্যানেজমেন্ট, কলাকৌশল, বিকল্প পন্থার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং তাহা করিতে হইবে নিজেদের সুবিধার কথা চিন্তা করিয়াই।

• • • • • • • • • • • • •

ধোঁয়া থেকে বাঁচার জন্য আগুন জ্বালাচ্ছেন নেতানিয়াহু!

নিজের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ এবং ক্রমবর্ধমান বিভক্ত সরকারকে সামলাতে তিনি ক্রমাগত সংঘাতের ওপর নির্ভর করে চলেছেন। এর মাধ্যমে তিনি ইসরাইলের কট্টর ডানপন্থি দলগুলোর সমর্থন ধরে রাখতে পারবেন বলে তার বিশ্বাস। তার প্রশাসন সম্ভবত এমন ধ্যানধারণা পোষণ করে যে, গাজা বা ফিলিস্তিনে সামরিক অভিযান যত নির্মম-নির্দয় হবে, তত বেশি উগ্র জাতীয়তাবাদী ও চরমপন্থি দলগুলো নেতানিয়াহুর দিকে ঝুঁকবে। চলমান বাস্তবতায় ঐসব দলের সমর্থন নেতানিয়াহুর ভঙ্গুর জোটের জন্য অপরিহার্য বটে লিখেছেন হানি হাজাইমে।

বে নিয়ামিন নেতানিয়াহুর যুদ্ধবাদী মনোভাবের কথা কে না জানে? এই ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে ফিলিস্তিনের গাজায় যে ভয়াবহ গণহত্যা চালাচ্ছেন, তাতে করে তিনি কোনো মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গি মনের মধ্যে ধারণ করেন, তা স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে তার যুদ্ধবাজ বক্তব্য এবং লাগাতার সামরিক অভিযানের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। এসব বিশ্লেষণ করে বেশ ভালোমতোই বোঝা যায়, নেতানিয়াহুর 'বিপজ্জনক' রাজনৈতিক কৌশলের ওপর থেকে পর্দা সরে যাচ্ছে!

চলমান গাজা সংঘাত কি নেতানিয়াহুর জন্য কেবলই নিরাপত্তা ইস্যু? অবশ্যই নয়। বরং এই যুদ্ধ তার এক কঠিন ও সুপরিকল্পিত কূটকৌশলের অংশ। বিশ্লেষকদের একটি বড় অংশই এ বিষয়ে এক মত যে, নিজেকে কেবল রাজনৈতিকভাবে টিকিয়ে রাখার জন্যই গাজা ইস্যুকে ঝুলিয়ে রেখেছেন নেতানিয়াহু! তার বিরুদ্ধে ওঠা সীমাহীন দুর্নীতির অভেযোগ, নানা আর্থিক কেলেঙ্কারি ঢাকতে এবং সর্বোপরি ইসরাইলের সম্প্রসারণবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতেই এই সংঘাত জিইয়ে রাখতে চাইছেন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী।

এমন অবস্থায় স্বভাবতই নড়েচড়ে বসা উচিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে। সত্যিই তাদের আর নীরব থাকা ঠিক হবে না। কারণ, ইসরাইলি বাহিনীর লাগামহীন সামরিক অভিযানের মুখে শুধু ফিলিস্তিনিদের জীবনই ধ্বংসযজ্ঞের নিচে চাপা পড়ছে না, বরং এর অভিঘাতে গোটা এই অঞ্চলটিই ক্রমবর্ধমানভাবে অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে।

সত্যি বলতে, নেতানিয়াহুর কাছে যুদ্ধ হলো 'একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার' মাত্র। নেতানিয়াহুর কাছে সংঘাতই শেষ 'উপায়' নয়, বরং তার কর্মকাণ্ড ও হাবভাব দেখে মনে হয়, নিজের শাসনক্ষমতা এবং ইসরাইলি আধিপত্যবাদী মিশনকে সুসংহত করার প্রশ্নে তিনি প্রয়োজনীয় সব কিছু করতে এক পায়ে খাড়া! এভাবেই নিজের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ এবং ক্রমবর্ধমান বিভক্ত সরকারকে সামলাতে তিনি ক্রমাগত সংঘাতের ওপর নির্ভর করে চলেছেন। এর মাধ্যমে তিনি ইসরাইলের কট্টর ডানপন্থি দলগুলোর সমর্থন ধরে রাখতে পারবেন বলে তার বিশ্বাস। তার প্রশাসন সম্ভবত এমন ধ্যানধারণা পোষণ করে যে, গাজা বা ফিলিস্তিনে সামরিক অভিযান যত নির্মম-নির্দয় হবে, তত বেশি উগ্র জাতীয়তাবাদী ও চরমপন্থি দলগুলো নেতানিয়াহুর দিকে ঝুঁকবে। চলমান বাস্তবতায় ঐসব দলের সমর্থন নেতানিয়াহুর ভঙ্গুর জোটের জন্য অপরিহার্য বটে। অর্থাত্, গাজা যুদ্ধ যে নেতানিয়াহু প্রশাসনের সবচেয়ে কার্যকরী 'বিভ্রান্তিমূলক কৌশল', তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই যুদ্ধ তিনি যত বেশি দীর্ঘ করতে পারবেন, তত বেশি জনগণের মনোযোগ তার ওপর থেকে সরে যাবে; তার সামনে পাহাড় হয়ে ওঠা আইনি ঝক্কিঝামেলা, অভ্যন্তরীণ নানা সমস্যা-সংকট এবং সর্বোপরি শাসনকার্য পরিচালনায় ব্যর্থতার গল্পগুলো চাপা পড়ে যাবে। ঠিক এমন একটি নির্মম খেলার মধ্যে পড়ে গেছে ফিলিস্তিনিবাসী। তাদের 'স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকার' সংকটের মধ্যে ফেলে রাখা। আর এজন্যই নানা খোঁড়া অজুহাতে ফিলিস্তিনের বিদ্রোহী নেতাদের তিনি হত্যা করছেন, ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে মুহুর্মুহু মিসাইল ছুড়ছেন, যুদ্ধবিরতির চুক্তি লঙ্ঘন করছেন। এসবের মাধ্যমে তিনি মূলত এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করতে চাইছেন, যাতে গাজা আর কখনোই ঘুরে দাঁড়ানোর পর্যায়ে না থাকে। এই জনপদ তো বটেই, গোটা অঞ্চলটাই যেন পরিণত হয় অগ্নিগর্ভে।

সত্যি বলতে, নেতানিয়াহুর কাছে যুদ্ধ হলো 'একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার' মাত্র। নেতানিয়াহুর কাছে সংঘাতই শেষ 'উপায়' নয়, বরং তার কর্মকাণ্ড ও হাবভাব দেখে মনে হয়, নিজের শাসনক্ষমতা এবং ইসরাইলি আধিপত্যবাদী মিশনকে সুসংহত করার প্রশ্নে তিনি প্রয়োজনীয় সব কিছু করতে এক পায়ে খাড়া! এভাবেই নিজের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ এবং ক্রমবর্ধমান বিভক্ত সরকারকে সামলাতে তিনি ক্রমাগত সংঘাতের ওপর নির্ভর করে চলেছেন। এর মাধ্যমে তিনি ইসরাইলের কট্টর ডানপন্থি দলগুলোর সমর্থন ধরে রাখতে পারবেন বলে তার বিশ্বাস। তার প্রশাসন সম্ভবত এমন ধ্যানধারণা পোষণ করে যে, গাজা বা ফিলিস্তিনে সামরিক অভিযান যত নির্মম-নির্দয় হবে, তত বেশি উগ্র জাতীয়তাবাদী ও চরমপন্থি দলগুলো নেতানিয়াহুর দিকে ঝুঁকবে। চলমান বাস্তবতায় ঐসব দলের সমর্থন নেতানিয়াহুর ভঙ্গুর জোটের জন্য অপরিহার্য বটে। অর্থাত্, গাজা যুদ্ধ যে নেতানিয়াহু প্রশাসনের সবচেয়ে কার্যকরী 'বিভ্রান্তিমূলক কৌশল', তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

নেতানিয়াহুর জন্য হয়ে উঠেছে নিছক ক্ষমতা ধরে রাখার কৌশলের অংশ।

নেতানিয়াহু সরকারের কৌশল কি কেবল রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে? না। বরং বিশেষভাবে লক্ষণীয়, দীর্ঘদিন ধরে তিনি একধরনের 'নিয়ন্ত্রিত অস্থিতিশীলতা (কনট্রোলড ডিএস্টাবলিশমেন্ট)' নামক মতাদর্শকে অনুসরণ করে চলেছেন। এর পেছনে সম্ভবত তার লক্ষ্য হলো, গাজাকে 'একটি স্থায়ী' সংকটে চাপে রাখা যাবে। আর তাতে করে নিজ দেশে বিশেষত ডানপন্থি ইসরাইলি নাগরিকদের পাশে পাবেন তিনি।

এর চেয়েও ভয়ংকর বিষয় হলো, এই কৌশলের মধ্যে নিহিত রয়েছে 'জায়োনিস্ট (ইহুদিবাদী)' মতাদর্শের এক সুদূরপ্রসারী নীলনকশা। ইসরাইলের এবারকার মিশন সম্ভবত গাজার 'জনসংখ্যাগত পরিবর্তন'। তারা পরিকল্পিতভাবে গাজার হাসপাতাল ও বিদ্যালয়সহ অবকাঠামোগত খাত একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এর সঙ্গে কঠোর অবরোধ তো আছেই। এভাবে ধ্বংসলীলার মাধ্যমে তেলআবিব এমন এক মানবিক সংকট সৃষ্টি করতে চাইছে, যা ফিলিস্তিনিদের জীবনযাপনকে অসম্ভব করে তুলবে। নেতানিয়াহু এবং তার কট্টরপন্থি মিত্ররা খুব ভালো করেই জানেন যে, মাত্র এক রাতের ব্যবধানে গাজার জনগণকে উচ্ছেদ করে এই ভূখণ্ড করায়ত্ত করা যাবে না। আর তাই তারা এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করছেন, যেখানে ক্ষুধা, রোগব্যাধি এবং গৃহহীনতা বা বাস্তুচ্যুতি হয়ে উঠবে স্বাভাবিক বাস্তবতা; অর্থাত্, নেতানিয়াহুর কর্মপরিকল্পনা কেবল মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি একটি 'সুপরিকল্পিত জাতিগত নির্মূলকরণ' মিশন!

ক্ষমতাসীন নেতানিয়াহু গাজায় এখন পর্যন্ত যে মাত্রায় দমনপীড়ন ও সামরিক অপারেশন চালিয়েছেন, তা কল্পনাকেও হার মানায়। বছরের পর বছর ধরে ফিলিস্তিনির ওপর অযাচিত অবরোধের খড়্গ চাপিয়ে রেখেছে তারা। এর ফলে গাজার স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা যেখানে আগে থেকেই ভঙ্গুর অবস্থায় ছিল, ইসরাইলি সর্বাত্মক হামলার কারণে তা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে। গাজার হাসপাতালগুলোতে এখন কেবলই আহতদের ঢল, যাদের মধ্যে রয়েছে অজস্র নারী ও শিশু। ইসরাইলি বিমান হামলায় মারাত্মক আহত এসব মানুষকে চিকিত্সা দিতে গিয়ে অবর্ণনীয় প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছেন চিকিত্সক ও নার্সরা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, প্রায় প্রতিটি মুহূর্তেই তাদের এই কঠিন সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে যে, কাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হবে, আর কাকে মৃত্যুর হাতে ছেড়ে দিতে হবে। কী বীভত্স সেই দৃশ্য!

হাসপাতালের বাইরের অবস্থাও একই রকম ভয়াবহ।

সুপরিকল্পিতভাবে পানি ও বিদ্যুত্ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। গাজাবাসীরা এখন ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাগুলো থেকেও বঞ্চিত। বিশুদ্ধ পানির অভাবে তারা দূষিত পানি পান করতে বাধ্য হচ্ছে, যার ফলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে পানিবাহিত রোগবালাই। খাদ্যসংকট চরমে উঠেছে; অধিকাংশ রাতেই ক্ষুধার্ত শিশুরা ঘুমাতে যাচ্ছে একমুঠো খাদ্যের প্রহর গুনতে গুনতে। শুধু কি খাবার, গাজার হাজারো মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ বাড়িঘরের চিহ্নমাত্র নেই।

ধ্বংসস্তূপের আখ্যানের চেয়েও এই যুদ্ধের নির্মম বাস্তবতা হলো, গাজার ভবিষ্যত্ প্রজন্মকে নির্মূল করে দেওয়া হচ্ছে যেন! এই যুদ্ধে নিহত এবং আহতদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। তাছাড়া যারা এখনো জীবিত আছে, ক্রমাগত বোমাবর্ষণের কারণে তাদের ওপর চরম মানসিক প্রভাব পড়ছে। বিশেষজ্ঞরা বারবার সতর্ক করে বলছেন, এই ভীতিকর পরিবেশের মধ্যে পড়ে ফিলিস্তিনি শিশুরা ব্যাপক ট্রমাটাইজড হয়ে পড়েছে, যা একটি ট্রমাগ্রস্ত প্রজন্মের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ফিলিস্তিনকে। কঠিন পরিতাপের বিষয় হলো, গাজার শিশুরা যেন এমন একটা দিন দেখেনি, যেই দিনটা 'সংঘাতহীন, শান্ত' ছিল। 'শান্তি' যেন সত্যিই তাদের কাছে এক ভিনগ্রহের বস্তু!

নিরাপত্তার অজুহাতে এভাবে যখন ফিলিস্তিনের গোটা জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা চলছে, তখনো অপ্রত্যাশিতভাবে নীরব বিশ্বসম্প্রদায়! যদিও শত প্রতিকূলতার মধ্যেও থেমে নেই গাজাবাসীর সংগ্রাম ও প্রতিরোধ। তারা নিজ দেশের মাটি কামড়ে পড়ে থাকার উপলক্ষ্য খুঁজে নিচ্ছে; ধ্বংসস্তূপের দেওয়াল জুড়ে নানা চিত্রকর্মের মাধ্যমে জানান দিচ্ছে নিজেদের অস্তিত্বের লড়াইয়ের। ফিলিস্তিনিদের জীবনে এ যেন সত্যিই এক মহাকাব্যিক অধ্যায়!

লেখক :আম্মানভিত্তিক সিনিয়র সাংবাদিক

আরব নিউজ থেকে অনুবাদ

ট্রাম্পের 'হানিমুন পিরিয়ড' শেষ

সাইমন টিসডাল

অজ্ঞতা, ভুল, ইচ্ছাকৃত অন্ধত্ব এবং আত্মঘাতী ভবিষ্যদ্বাণী। এগুলোই হচ্ছে ট্রাম্পের সব সিদ্ধান্তের ভিত্তি। আর সেসবের পরিণামও তাঁর ঘোষিত উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বিশৃঙ্খলা। হোয়াইট হাউসের প্রেসিডেন্টরা দায়িত্ব নেওয়ার পর ধাতস্থ হতে কিছুদিন সময় পান। কিন্তু ট্রাম্প নিজের কাজের ফল হিসেবেই হোয়াইট হাউসের ইতিহাসে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত 'হানিমুন পিরিয়ড' পেলেন।

মার্কিন শুল্কনীতি ট্রাম্প বদলে দিচ্ছেন ব্যাপকভাবে। সেই বদল হিমবাহে ধাক্কা লাগা টাইটানিক জাহাজের মতো যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাবে বলে মনে হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের ওপর তাঁর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থাগুলো ইতিমধ্যে শেয়ারবাজারে ধস নামিয়েছে। শঙ্কা হচ্ছে মারাত্মক মূল্যস্ফীতির। অথচ ট্রাম্প তাঁর ভোটারদের এসবের ঠিক উল্টো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে আবার মহান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বড় করার নয়। কিন্তু তিনি কানাডা আক্রমণের হুমকি দিলেন। কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য করার ইচ্ছা জাহির করলেন। কানাডা স্বাভাবিকভাবেই খুব ক্ষুব্ধ। তারা মার্কিন পণ্য বর্জন করছে এবং পাল্টা শুল্ক আরোপ করছে।

ট্রাম্প একাই নতুন জীবন দিয়েছেন ঝামেলায় পড়া জাস্টিন ট্রুডোর লিবারেল পার্টিকে। ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের সাবেক প্রধান মার্ক কার্নির নেতৃত্বে দলটি এবার ট্রাম্পবিরোধী ইস্যুতে নির্বাচনে জেতার ভালো সুযোগ তৈরি করেছে। অথচ পরিকল্পনাটা এমন ছিল না। এদিকে গ্রিনল্যান্ডের ভোটাররা পুতিন-স্টাইলের সাম্রাজ্যবাদী দখলের প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ হয়ে গত সপ্তাহে ট্রাম্পকে দূরে থাকতে বলেছেন। তাঁরা স্বাধীনতা নিয়ে নিশ্চিত নন। তবে তাঁরা মার্কিন (বা ড্যানিশ) নিয়ন্ত্রণ স্পষ্টভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ট্রাম্পের ইউক্রেন নীতিও আরেকটি বিপর্যয়। রাশিয়া হামলাকারী। অথচ ট্রাম্প শাস্তি দিচ্ছেন ভুক্তভোগীকে। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ দিচ্ছে কেবল কিয়েভের ওপর। ফলে ভ্লাদিমির পুতিন আরও আক্রমণ বাড়ানোর সাহস পাচ্ছেন, বিশেষ করে কুরস্কে। আর ট্রাম্পকে বোকা বানিয়ে সময় নিচ্ছেন। এই অন্যায় শাস্তির ফল হবে রাশিয়ার অযাচিত পুনর্বাসন, পুতিনের যুদ্ধাপরাধের জন্য কার্যত ক্ষমা, জোর করে দখল করা ভূখণ্ড ধরে রাখার একটি বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত এবং যুক্তরাষ্ট্র-ইউরোপ বিভাজন। প্রশ্নটা আবার উঠছে—এটা কি সত্যিই অনিচ্ছাকৃত? ট্রাম্প কি কারও আজ্ঞাবহ, কেজিবির এজেন্ট, নাকি নিছক নির্বোধ।

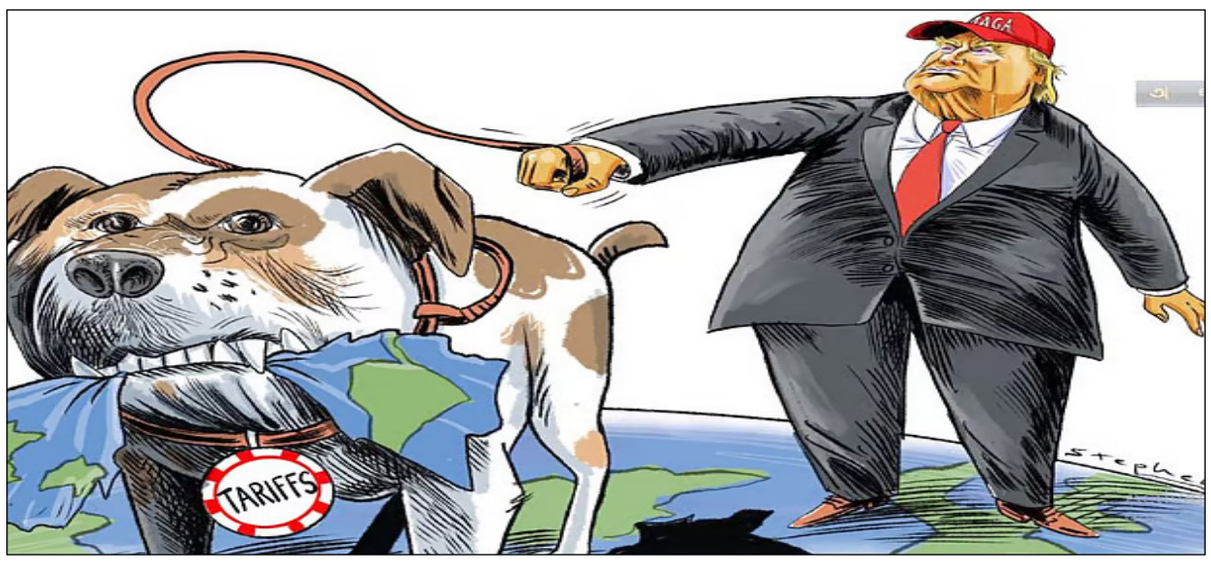

গত সপ্তাহে এ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সম্ভবত তিনি জানেনই না তিনি কী করছেন। অথবা আদৌ কোনো পরোয়া করেন না। তা না হলে শুল্ক নিয়ে নিজের যুক্তি প্রমাণ করতে গিয়ে বৈশ্বিক মন্দা ডেকে আনার মানে কী? বা তিনি কীভাবে ভাবেন যে গাজায় ২০ লাখ ফিলিস্তিনিকে জাতিগতভাবে উচ্ছেদ করে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে?

ট্রাম্পের মূল লক্ষ্য চীন। আর তিনি মস্কোকে বেইজিং থেকে আলাদা করতে চাইছেন। এটাও এক উল্টো ভাবনা। এই দুই রাষ্ট্রের লক্ষ্য এক—পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থাকে দুর্বল করা ও দখল করা। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, ট্রাম্প তাদের এই লক্ষ্যে সাহায্য করছেন। ট্রাম্প ও তাঁর অপরিণত উপদেষ্টারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন যে রাশিয়াকে এমন এক লজ্জাজনক বিজয় উপহার দিলে শান্তি আসবে না। বরং ভবিষ্যতে ন্যাটোর মিত্রদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নতুন সংঘাত তৈরি হবে। এই নজির বিশ্বব্যাপী আরও সব আইন ভাঙার জন্য প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। হয়তো আসলেও তারা বুঝতেই পারছে না।

'ট্রাম্পের আগে আর কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইতিহাস বিষয়ে এতটা অজ্ঞ ছিলেন না। ওনার আগে কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এতটা অক্ষম ছিলেন না'—কথাগুলো বলেছেন রক্ষণশীল বিশ্লেষক ব্রেট স্টিফেনস। 'গণতন্ত্র অন্ধকারে মারা যেতে পারে, একনায়কত্বেও মারা যেতে পারে। কিন্তু ট্রাম্পের অধীন গণতন্ত্র নির্বুদ্ধিতার হাতেও মরতে পারে।' সবচেয়ে বড় কথা হলো ট্রাম্পের এই অজ্ঞতা ইচ্ছাকৃত।

ট্রাম্পের একের পর এক করে যাওয়া ভুলের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে পারমাণবিক অস্ত্রের দ্রুত বিস্তার। তিনি ইউক্রেনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া নিরাপত্তা সুরক্ষা প্রত্যাহারের হুমকি দিচ্ছেন। তখন জার্মানি, পোল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়া পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের ব্যাপারে জরুরি আলোচনা করছে। ইরান, সৌদি আরব, তুরস্ক ও মিসরও একই কথা ভাবছে। যদিও তাদের কারণ ভিন্ন।

ট্রাম্প দাবি করেন যে তিনি পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে। বিশ্লেষক ডব্লিউ জে হেনিগান লিখেছেন, 'তাঁর নীতিগুলো ঠিক উল্টো ফল দিচ্ছে। ট্রাম্পের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের আগ্রহ দ্রুত বেড়ে গেছে। আর যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্রতিরক্ষা দিতে পারবে—এ বিষয়ে তাদের আস্থা কমে গেছে।' ইরানের ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে কীভাবে ট্রাম্প নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারেন। তিনি নিজেকে শান্তির দেবতা ভাবতে ভালোবাসেন। তাই তেহরানকে হুমকি দিয়ে বলছেন, নতুন করে পারমাণবিক আলোচনা শুরু করো, নইলে ফল ভালো হবে না। এই 'ধমক' ইরানের নেতাদের আরও ক্ষিপ্ত করেছে। ফলে ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সমভাবনা গেছে বেড়ে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের সামরিক সংঘাত এখন কেবল যেন সময়ের ব্যাপার।

ট্রাম্পের অনুসারীরা তাঁর ভুল থেকে শিক্ষা না নিয়ে বরং সেগুলো অনুকরণ করছেন। তাঁর উল্টাপাল্টা সিদ্ধান্তের ঘোরপ্যাঁচে অনুসারীরা নিজেদেরও হাস্যকরভাবে বিপদে ফেলছে। যেমন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং প্রযুক্তি-মিলিয়নিয়ার ইলন মাস্ক গত মাসে ইউরোপের 'উদারপন্থীদের' তীব্র আক্রমণ করে জার্মানির কট্টর-ডানপন্থী আফডি পার্টিকে সমর্থন দিয়েছেন। কিন্তু এর ফল হয়েছে তাদের প্রত্যাশার পুরো বিপরীত।

জার্মান ভোটাররা নতুন ফ্যাসিবাদীদের প্রত্যাখ্যান করেছে। মাস্কের ব্যবসা বয়কট করা হচ্ছে। আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখন ট্রাম্প ও পুতিনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিচ্ছে। ভ্যান্স-মাস্কের এই অদ্ভুত রাশিয়া সমর্থন ইউরোপের কট্টর-ডানপন্থী রাজনীতিকদের, বিশেষ করে ব্রিটেনের নাইজেল ফারাজকেও বিভ্রান্ত করেছে। ফলে কিয়ার স্টারমারের মতো মধ্যপন্থী রাজনীতিকেরা ট্রাম্পবিরোধী হাওয়ার সুবিধা পাচ্ছেন।

এলোমেলোভাবে ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে তাঁর ১০০ দিনের দিকে যতই এগোচ্ছেন, ততই তাঁর জনপ্রিয়তা কমছে। তিনি ইতিমধ্যে জো বাইডেনের চেয়ে কম জনপ্রিয় হয়ে গেছেন। ট্রাম্পের হানিমুন পিরিয়ড শেষ।

সাইমন টিসডাল অবজারভারের পররাষ্ট্রবিষয়ক ভাষ্যকার

গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া ইংরেজির অনুবাদ

প্রথম নজর

স্বাস্থ্য সচেতন করতে স্যানিটেশন ক্লাব গঠন করল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলিগ্রাম অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুরো গ্রামকে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর রাখার লক্ষ্যে এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যার জন্য বিদ্যালয়ে একটি স্যানিটেশন ক্লাব গঠন করা হয়েছে। যা বিদ্যালয়ের পরিবেশ সংরক্ষণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করবে।
জানা গেছে, সরকারি নির্দেশনা অনুসারে এই ক্লাব গঠন করা হয়েছে। এতে প্রধান শিক্ষক, দুইজন সহশিক্ষক প্রতিনিধি, একজন স্বাস্থ্য প্রতিনিধি এবং ১৫ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। ক্লাবটি নিয়মিতভাবে বিদ্যালয় ও তার আশপাশের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা এবং পরিবেশ সুরক্ষায় সচেষ্ট থাকবে। পাশাপাশি জনসচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে। প্রধান শিক্ষক পিন্টু আচার্য্য বলেন, "শিক্ষার্থীদের সুস্থ রাখতে হলে শুধু বিদ্যালয় নয়, গোটা গ্রামের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরি।" তিনি আরও জানান, ক্লাবের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে নিয়মিত বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেবে এবং সপ্তাহে একদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "জলবাহিত ও পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধ করতে হলে শুধু বিদ্যালয় নয়, পড়ুয়াদের বাড়ির আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরি।" তাঁর মতে, স্যানিটেশন ক্লাব যথাযথভাবে কাজ করলে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি পুরো গ্রামের মানুষও উপকৃত হবে। এই উদ্যোগ সফল হলে একদিকে যেমন বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন থাকবে, তেমনি গড়ে উঠবে এক নির্মল গ্রাম ও নির্মল বিদ্যালয়, যা স্বাস্থ্যসম্মত ও সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করবে।

ইফতার মজলিস রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমডাঙ্গা

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙ্গার কে.এস.এইচ রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসায় প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো ইফতার মজলিস । মাদ্রাসার শিক্ষার্থী বাহারুল ইসলাম ও মুসকান পারভীনের কেরাত ও গজলের মাধ্যমে মজলিসের সূচনা হয় । উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার পরিচালন কমিটির সভাপতি নূর হোসেন মন্ডল, সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক গাজি, সহ সভাপতি আকবর আলি মুকতি, সদস্য মোহঃ ফারুকউদ্দিন, সদস্যা মারুফা বিবি মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাওলানা মোফাজ্জল হক, শিক্ষক মুফতি সাইফুদ্দিন, মোহাঃ কালিমুল্লাহ, শিক্ষক শেখ মিরাজ, মাওলানা রিজওয়ানুল করিম, আবু সিদ্দিক খান, সিরাজুল মন্ডল মহঃ নিয়ামতুল্লাহ, রাকিবউদ্দিন প্রমুখ । ইফতারের প্রাক্কালে আয়োজিত আলোচনা সভায় মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাওলানা মোফাজ্জল হক পবিত্র মাহে রমজানের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। স্টাফ কাউন্সিল সেক্রেটারি রিজওয়ানুল করিম বলেন, রমজানে ইফতার মজলিসের মাধ্যমে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি বজায় রাখা হয়, সংযম, ত্যাগ মুক্তির বার্তা দেওয়া হয় । সিরাতের রাজ্য সম্পাদক ও শিক্ষক আবু সিদ্দিক খান বলেন, রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসার ঐতিহ্য ও সুনাম অক্ষুন্ন ও অব্যহতি রাখতে নানাবিধ কালচারাল প্রগ্রাম করা হয় । এ দিন শিক্ষকদের উদ্যোগে ১২ জন দুঃস্থ, মেধাবী শিক্ষার্থীদের ঈদ সামগ্রী উপহার দেওয়া হয় ।

হলদিয়ায় যৌথ উদ্যোগে চক্ষু ও রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হলদিয়া

আপনজন: হলদিয়া হ্যাপি হ্যান্ড ট্রাস্টের এর উদ্যোগ শনিবার সকাল ১০ টাই অনুষ্ঠিত হলো দুর্গাচক চিলড্রেন পার্কে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও চক্ষু পরীক্ষা, সহযোগিতাই নিক্কন একাডেমী, অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয় প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে। উদ্বোধন করেন দেবাংশু বইতালিক, দীপেন্দ্র খান দিলওয়ালা প্রমুখ। হলদিয়া হ্যাপি হ্যান্ড ট্রাস্টের কর্ণধার ওসিউর রহমান খান বলেন, এই শিবিরে ১০০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করে,৩০ জন মহিলা ও ৭০ জন পুরুষ,চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে ১৫০ জন চক্ষু পরীক্ষা করান তার মধ্যে ১০০ জনকে বিনা ব্যয়ে চশমা প্রদান করা হয়। বিশিষ্ট সমাজ সেবী সেখ সইদুল ইসলাম বলেন আমি হাওড়া জেলা থেকে এসেছি। অনুষ্ঠানে এই প্রথম দেখলাম গিফট ছাড়া রক্তদাতারা রক্তদান করছেন।নিক্কন একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা স্বাগত দাস বলেন, এই একাডেমি দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে কালচারাল প্রোগ্রাম করে আসছে। বাংলা বিহার উড়িষ্যা সহ বিভিন্ন জায়গায়,এই প্রতিষ্ঠান তার কালচারাল প্রোগ্রাম তুলে ধরে। নিক্কন একাডেমি থেকে কয়েকশো ছাত্রছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করেছে,তারা চায় ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ের গৌরব আরো ছড়িয়ে পড়ুক দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী সেখ জুবায়ের হোসেন শিমুল, মুজিব খান, আব্দুল সামাদ খান,মনিমালা করণ, সত্য শঙ্কর সাউ,ডা.মৃত্যুঞ্জয় ঘোড়াই প্রমুখ।

কৃষ্ণনগর-আমঘাটা রুট নিয়ে স্থানীয় ও রেলের মধ্যে বিরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার কৃষ্ণনগর থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত বহু আগে চলত ন্যারোগেজ রেল। তবে পরবর্তীতে সেই ন্যারোগেজ রেল, ব্রডগেজে পরিণত হয়েছে। রেল সূত্রে খবর, এই রেল রুট দিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হতে পারে কৃষ্ণনগর - আমঘাটা রেল চলাচল। তবে এই রেল চলাচলকে কেন্দ্র করে এখন বর্তমানে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে।ইতিমধ্যে ব্রডগেজ হওয়ার পরেই রেল লাইনের পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘিরে দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। বেশ কিছু জায়গা যাতায়াতের জন্য খোলা ছিল। তবে রেল চলাচল চালু হলে যাতে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা বা বিপদ না ঘটে সে কারণে এখন সমস্ত ফাঁকা জায়গা ঘিরে দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। সেখানেই এখন সমস্যা। এলাকাবাসীর অভিযোগ ব্রডগেজ হওয়ার পর জায়গা ফাঁকা রাখলেও, বর্তমানে জায়গা ঘিরে দিলে লাইনের পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষজন স্কুল, কলেজ, হাসপাতালে যেতে পারবেনা। তাহলে এই সমস্ত মানুষগুলো কোথায় যাবে। রেল কর্তৃপক্ষের উচিত অতিসত্বর সাধারণ মানুষের কথা বিচার করে তাদের যাতায়াতের জন্য কিছু জায়গা খোলা রাখা হোক।যাতে করে ছাত্রছাত্রী রোগী এবং সাধারণ মানুষ তাদের কাজ করতে যেতে পারে। শনিবার রেল কর্তৃপক্ষের তরফে যখন জায়গা ঘিরতে আসা হয়, তখনই এলাকার মানুষজন রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে আসে রেল পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা। যদিও এলাকাবাসীর দাবি যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা কোন সুবিচার পাচ্ছেন বা তাদের যাতায়াতের রাস্তা ঠিক হচ্ছে ততক্ষণ তারা আন্দোলন চালাবেন। যদিও আদতে কতদিনে সাধারণ মানুষের জন্য রেল ভাববে সেটাই এখন দেখার।

প্রেমিকাকে ফোন করে আত্মঘাতী হলেন সোনারপুরের এক যুবক

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সোনারপুর

আপনজন: সোনারপুর থানার মানিকপুর এলাকায় মর্মান্তিক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। মানসিক অবসাদ ও আর্থিক সমস্যার কারণে ২৫ বছর বয়সী অভিষেক দাস নিজেই নিজের জীবনের ইতি টেনেছে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। অভিষেক তার বাবা পিন্টু দাসের সঙ্গে ভাড়া থাকত। শুক্রবার সকালে বাবা কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পরই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার দুপুরে কাজ সেরে বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরের মধ্যে অভিষেক ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীদের ডাকেন এবং ছেলেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, অভিষেক দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিল। তার মা ছোটবেলায় মারা যাওয়ার পর থেকে সে বাবার সঙ্গেই থাকত। সে কোনো উপার্জন করত না এবং আর্থিক অনটনের মধ্যে দিন কাটছিল। অভিষেকের চারপাশে প্রচুর ধারদেনা হয়ে গিয়েছিল, যা নিয়ে সে উদ্বেগে ছিল। এছাড়া, পুলিশ জানতে পেরেছে, সে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং নিয়মিত টাকা ধার চাইত। এমনকি তার প্রেমিকার কাছ থেকেও সে টাকা চাইত বলে জানা গেছে। ঘটনার কিছুক্ষণ আগে সে তার প্রেমিকাকে মেসেজ করে টাকা চেয়েছিল। কিন্তু প্রেমিকা টাকা দিতে অস্বীকার করে এবং সম্পর্ক রাখবে না বলে জানিয়ে দেয়।আর এরপরেই অভিষেক মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে এবং আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় বলে অনুমান।শনিবার অভিষেকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।পুলিশ আত্মহত্যার কারণ বিশদে খতিয়ে দেখছে।আর এই মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, অভিষেক বেশ কিছুদিন ধরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল এবং মাঝে মাঝেই নেশায় আসক্ত থাকত।কেউ কেউ বলছেন, আর্থিক অনটন ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েনই তাকে এই চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে।এই ঘটনায় বিশেষজ্ঞ দের মতে, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আরও সচেতন হওয়া জরুরি। আর্থিক অনটন ও ব্যক্তিগত জীবনের সংকট মানুষকে মানসিক অবসাদের দিকে ঠেলে দেয়। অভিষেক যদি কাউকে নিজের সমস্যার কথা খোলাখুলি বলতে পারত, তাহলে হয়তো এই পরিণতি এড়ানো যেত অভিষেকের এই মর্মান্তিক পরিণতি সমাজের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। মানসিক অবসাদ ও আর্থিক সংকটের সঙ্গে লড়াই করা মানুষদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের সহযোগিতা করা এবং সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা না ঘটে।

বাঁকুড়ায় বিজেপি এবার ঢাল করবে হিন্দুত্বের ইস্যু

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: হিন্দুত্বের ইস্যুতেই এবার বাঁকুড়া জেলায় সাতে সাত করার হুঁশিয়ারি বিজেপির জেলা সভাপতির, পাল্টা কটাক্ষ তৃণমূলের। হিন্দুত্বের ইস্যুকে কাজে লাগিয়েই এবার ২০২৬ এর নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলায় সাতে সাত করার হুঁশিয়ারি দিল বিজেপি। গতকাল রাতে বাঁকুড়ায় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে দলের জেলা নেতৃত্বের কাছে দলের সেই দিশাকেই স্পষ্ট করলেন বিজেপির নব নির্বাচিত বাঁকুড়া জেলা সভাপতি। তৃণমূলের কটাক্ষ একশো দিনের কাজ থেকে শুরু করে আবাস প্রকল্প সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পে হিন্দুরাও বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন। তাই এখন হিন্দু হিন্দু করে বিজেপির কোনো লাভ হবে না। ২০২৬ এর নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই হিন্দু ইস্যুতে সরব হচ্ছে বিজেপি। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেওয়ালে হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই স্লোগান তুলে ২০২৬ এ রাজ্যে সরকার বদলের ডাক দেওয়া হয়েছে। এবার দলীয়ভাবে দলের কর্মীদের জানিয়ে দেওয়া হল আগামী বিধানসভা নির্বাচনে হিন্দু ইস্যুতেই বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার সাতটি আসনে জয় ছিনিয়ে নিতে হবে।

বড়ঞায় দুস্থদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে বড়ঞা ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় দুস্থদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ করলেন, বড়ঞা ব্লকের পূর্ত ও পরিবহন কর্মাধ্যক্ষ আবুল হাসনাত ওরফে হারাধন উপস্থিত ছিলেন বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সুলতানা খাতুন। মূল্যবৃদ্ধির বর্তমান পরিস্থিতিতে আর্থিক দিক থেকে দুর্বল পরিবারগুলোর কথা মাথায় রেখে এদিন মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ব্লকের কয়থা বাসস্ট্যান্ডে তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় এর সামনে থেকে আসন্ন ঈদ উপলক্ষে এলাকার প্রায় চার শতাধিক দুস্থ গরিব পরিবারগুলিকে কিছু নতুন বস্ত্রের পাশাপাশি কিছু খাদ্য সামগ্রী উপহারস্বরূপ তুলে দেয়া হয় তাদের হাতে।ঈদের আগে নতুন বস্ত্র ও ঈদের কিছু খাদ্য সামগ্রী পেয়ে খুশি যেমন উপহার গ্রহণ করা ব্যক্তিগণ তেমনি তার থেকেও বেশি খুশি। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হয়। পূর্ত ও পরিমাণ কর্মধ্যক্ষ আবুল হাসনাত ওরফে হারাধন বলে দুর্গাপূজয় আমি আমার সাধ্যমত দুই হাজার পরিবারকে নতুন বস্ত্র তাদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি।

প্রায় ৪০ দিন ধরে নিখোঁজ বানারহাটের ছাত্রী মৌসুমী

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: প্রায় ৪০ দিন ধরে নিখোঁজ জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের চানাডিপা গ্রামের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী মৌসুমী পারভিন। স্কুলের নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে, তারপর থেকেই তার আর কোনো খোঁজ নেই। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে একাধিকবার খোঁজ করেও মেলেনি কোনো তথ্য।মেয়েকে ফিরে পেতে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছেন মৌসুমীর বাবা ফজলুল হক। তাঁর অভিযোগ, মেয়ে নিখোঁজের পর দু'দিনের মধ্যেই বানারহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও এখনও কোনো অগ্রগতি হয়নি। একাধিকবার পুলিশের কাছে গেলেও শুধু আশ্বাসই মিলেছে, কিন্তু বাস্তবে কোনো পদক্ষেপ চোখে পড়েনি বলে অভিযোগ পরিবারের।
এক নাবালিকার এভাবে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন পরিবার। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁরা। প্রশাসনের দায়িত্বহীনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মৌসুমীর বাবা। কবে ফিরবে তাঁদের মেয়ে? এই অনিশ্চয়তায় কেটেছে দীর্ঘ ৪০ দিন।

রাস্তার কাজের সূচনা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: রাস্তার কাজের শুভ সূচনা করলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধাউল এলাকায় নতুন সিমেন্টের ঢালাইয়ের রাস্তার কাজের শুভ সূচনা করেন তিনি। এদিন রাস্তার কাজের শিলান্যাস এর সময় মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্য সুভাষ ভাওয়াল, সদস্যা কল্পনা মুর্মু, চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পম্পা মহন্ত সহ আরো অনেকে। জানা গিয়েছে, গোবরা লিন্ডার জমি থেকে গৌড় হালদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় ছিল। মাটির রাস্তাটি পাকা করবার জন্য এলাকাবাসীরা বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেই মতো রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের উপস্থিতিতে ফিতে কেটে ও নারকোল ফাটিয়ে কংক্রিটের রাস্তা নির্মাণের কাজের শুভ সূচনা করা হয় শনিবার। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে প্রায় ৬১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা ব্যয়ে ৭০০ মিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তা তৈরি করা হবে। এর ফলে স্বভাবতই খুশি এলাকার বাসিন্দারা।
এ বিষয়ে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র জানান, 'এই রাস্তাটি পাকা না হবার কারণে এলাকার মানুষেরা সমস্যার মধ্যে দিয়েই যাতায়াত করতেন। রাস্তাটি পাকা করবার জন্য এলাকার মানুষের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিরাও বিষয়টি নিয়ে জানিয়েছিলেন আমাকে। সেই মতো উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে বরাদ্দকৃত অর্থে এই রাস্তাটি নির্মাণের কাজের শুভ সূচনা করা হলো আজ।'

ডিএন দাস হাইস্কুলে ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃতিপাঠ

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার রমনাবাগান জুলজিকাল পার্কে কাঞ্চননগর দীননাথ দাস উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রকৃতিপাঠে অংশ নিয়ে উৎসাহ ও আনন্দে মেতে ওঠে। জেলা বনদপ্তরের মুখ্য আধিকারিক সঞ্চিতা শর্মার বিশেষ উদ্যোগে এই শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে পার্কটি পরিদর্শনের সুযোগ পায়। প্রকৃতির কোলে এই শিক্ষামূলক ভ্রমণ শুধু জ্ঞানার্জনই নয়, ছাত্রছাত্রীদের মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলেছে।অনুষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক অনুপকুমার দত্ত জানান, সম্প্রতি রমনাবাগানে নতুন কিছু পশুপাখি আনা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের কারণ হয়ে উঠেছে। চিতা, কুমির, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ও কচ্ছপের মতো প্রাণীরা শিশুদের মনে কৌতূহল জাগিয়েছে। তিনি বলেন, "এই জীবজগৎ শিক্ষার্থীদের কাছে বইয়ের পাতা থেকে বাস্তবে রূপ নিয়েছে।"বিজ্ঞানশিক্ষক সৌমেন লাহা পার্কের উদ্ভিদজগতের প্রশংসা করে বলেন, "পশুপাখির পাশাপাশি এখানকার গাছপালাও শিক্ষার এক অমূল্য সম্পদ। বসন্তের ফুলের সমারোহ সবার মন কেড়েছে।" প্রকৃতির এই রূপ শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করছে।দশম শ্রেণির ছাত্রী রুকসানা খাতুন তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলে, "আজকের এই ভ্রমণ আমাদের খুব ভালো লেগেছে। স্কুলের রোজকার রুটিন থেকে বেরিয়ে প্রকৃতির মাঝে এসে অন্যরকম আনন্দ পেয়েছি।" তার কথায় ফুটে ওঠে এই ভ্রমণের শিক্ষামূলক ও আনন্দদায়ক দিক।প্রধানশিক্ষক তথা জীববিদ্যার গবেষক ড. সুভাষচন্দ্র দত্ত বলেন, "শুধু বই পড়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। প্রকৃতির মধ্যে এসে জীবজগৎ ও পরিবেশকে বোঝার অভিজ্ঞতা ছাত্রছাত্রীদের মনে গভীর ছাপ ফেলে।" তিনি আরও জানান, তাদের বিদ্যালয়ে একটি পাখিরালয় রয়েছে, যেখানে বিভিন্ন পাখি বাস করে। এটি শিক্ষার্থীদের জীববিজ্ঞান ও ঋতুচক্র সম্পর্কে শেখার সুযোগ করে দেয়।এই উদ্যোগ শিক্ষার বাইরে গিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের এক অনন্য প্রয়াস। শিক্ষার্থীরা এখানে জীবজগৎ ও উদ্ভিদজগতের বৈচিত্র্য উপভোগ করার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার গুরুত্বও উপলব্ধি করেছে।

সংখ্যালঘু পরিষদের ইফতারি বিলি উস্থিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● উস্থি

আপনজন: অরাজনৈতিক সামাজিক জনকল্যাণমুখী ট্রাস্ট "বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদ"-এর উদ্যোগে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংগ্রামপুর হাটে অনুষ্ঠিত হল 'তোহফায়ে-রমজান বিতরণ ক্যাম্প'। এখানে প্রায় এক শতাধিক দুঃস্থ জনদের হাতে রমজানের উপহার তুলে দিলেন বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদ।
এই গনসংগঠনের নেতৃত্ববৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদের সভাপতি মাওলানা মোজাফফর হোসেন, জেলা বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জাহান আলী পুরকাইত,জেলা বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদের কোষাধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম লস্কর, বিশিষ্ট সমাজসেবী শিক্ষক গোলাম মুর্তজা, বিশিষ্ট শিক্ষক আব্দুর রউফ, প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাওলানা আনোয়ার হোসেন কাসেমী, মাওলানা আবুল কালাম, অধ্যাপিকা সালেহা বেগম, চিলড্রেন কর্নার ইনস্টিটিউশন এর কর্ণধার সাবির হোসেন,আব্দুল আলীম প্রমুখ। বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বেঙ্গল ফাউন্ডেশন এর ইফতার সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বজবজ

আপনজন: রমজান মাস উপলক্ষে বেঙ্গল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে নোদাখালীর বনগ্রামের মসজিদ প্রাঙ্গণে দুঃস্থ এবং অসহায় ১২৫জন মানুষের হাতে ইফতার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।।এই মহতি আনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড: রবিয়াল, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিশ্বজিৎ জানা,আসগর আলী মল্লিক, সোমনাথ মুখার্জী সেলিম মোল্লা ও সংগঠনের সভাপতি মঈনুদ্দিন মল্লিক। মঈনুদ্দিন মল্লিক বলেন, আমরা সারা বছরই বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্ম করে থাকি।

দাওয়াতে ইফতারে কাজল শেখ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর পৌরসভা ৫ নম্বর ওয়ার্ডে মাদ্রাসা পাড়াতে মদিনা মসজিদে দাওয়াতে ইফতার মজলিসের আয়োজন করা হয়েছিল। এই ইফতার মজলিসে বোলপুর মাদ্রাসা পাড়াতে রোজদারগণ একসঙ্গে বসে ইফতার করেন। মাদ্রাসা পাড়ার প্রত্যেকটি রোজদারগণ একত্রিত হয়েছিলেন এই দাওয়াতে ইফতার মজলিসে। ইফতার মজলিসে দোয়া-খায়ের করা হয় সমস্ত মানুষের জন্য ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সুস্থতা কামনা করা হয়। ইফতার মজলিসে হাজির ছিলেন পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দুর্যোধন লোহার, বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ইফতার সামগ্রী বিলি 'ইবরা শামসের'

নুরুল ইসলাম খান ● হুগলি

আপনজন: 'ইবরা শামস' ফুরফুরা শরীফের প্রতিষ্ঠিত সমাজকল্যাণ মূলক অরাজনৈতিক সংগঠন ।ইবরা অর্থাৎ প্রয়াত পীর হযরত আবু ইব্রাহিম সিদ্দিকী এবং শামস কে বোঝান হয়েছে শামসুন নাহার। পীরসাহেবের স্ত্রী, পরোপকারীতে যিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁদের স্মরণে এই সংস্থা এলাকায় বহুবিধ সমাকল্যান মূলক কাজকর্ম করছে।গরিব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের আর্থিক সহযোগিতা সহ শিক্ষা দেওয়া বা পড়ালেখার জন্য গঠনমূলক কাজ করছে।অনাথ দুঃস্থদের বিবাহ দিয়েছে এবং দিচ্ছে। সংগঠনের তরফে পরিচালিত হচ্ছে একটা আধুনিক ও উন্নত মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যার নাম পীর নুরুদ্দিন সিদ্দিকী এরাবিক ও ইসলামীক সাইন্স ইনস্টিটিউট। পীরজাদা মাওলানা মিনহাজ সিদ্দিকী ও ফতেহ আলি ওয়েসী এবং তার মা উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে নিয়োজিত। পাশাপাশি শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে মোহাব্বাতুন নেসা একটি শিক্ষালয়ও সঠিক ভাবে পরিচালনা করেছে।বলা ভাল এলাকায় বেশ সাড়া ফেলেছে ।মূল দায়িত্বে রয়েছেন পীরজাদা সওবান সিদ্দিকী ও পীরসাহেবজাদি রুবাবা কোরাইশী। যুক্ত রয়েছেন অনেক পীরসাহেব। ফি বছরের মত এই রমজান মাসে অসহায় মানুষের জন্য শাড়ি বিতরণ করেছে।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

■ প্রবন্ধ: উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও এক সম্রাটের উত্থান: আওরঙ্গজেব
■ নিবন্ধ: ওয়াকফ বিল নিয়ে সরকারের উচিত মুসলমানদের কথাও শোনা!
■ অণুগল্প: মানবদল
■ বিশেষ প্রতিবেদন: একটি হোটেলের যারা আগন্তুক
■ ছড়া-ছড়ি: ফিলিস্তিন

রবি-আসর

উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও এক সম্রাটের উত্থান

আওরঙ্গজেব

মুঘল সালতানাতের গৌরবময় ইতিহাসে স্বমহিমায় দীপ্তিমান সম্রাট আওরঙ্গজেব। তাকে মুঘল বংশের শেষ সফল সম্রাটও বলা যায়। সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে আওরঙ্গজেব ছিলেন সবচেয়ে চতুর, সমরকুশল ও কূটনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন। তাই পিতার জীবনের সায়াহ্নকালে অমোঘ নিয়তিস্বরূপ উদ্ভূত উত্তরাধিকার যুদ্ধে একে একে সব ভাইকে পথ থেকে সরিয়ে সিংহাসনের চূড়ান্ত উত্তরাধিকার হন আওরঙ্গজেব। কেমন ছিল আওরঙ্গজেবের উত্থানের সময়টি? চলুন জানা যাক সেই সম্পর্কেই। লিখেছেন **রুবায়েত আমিন।**

সম্রাট শাহজাহান যখন দাক্ষিণাত্যের শাসক ছিলেন, সে সময় আহমদাবাদ ও মালব সীমান্তের ধুদে নামক স্থানে ভূমিষ্ঠ হয় তার তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব। দিনটি ছিল ১৬১৮ সালের ৩ নভেম্বর। নবজাতকের নাম রাখা হয় আবু মুজাফফর মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব। আলমগীর নামেও পরিচিত ছিলেন তিনি। 'আলমগীর' নামের অর্থ 'বিশ্ব বিজেতা'। সময়ের সাথে সাথে নিজের বিজেতা স্বভাবটিও ফুটে উঠতে থাকে তার মধ্যে।

সংঘাতের সূচনা

স্বাভাবিকভাবেই সিংহাসনের প্রতি চার শাহজাদা দারা, সুজা, মুরাদ ও আওরঙ্গজেব সমানভাবে প্রলুব্ধ ছিলেন। এই চারজনই ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজের গর্ভজাত সন্তান। এরা প্রত্যেকেই পরিশ্রমী ও কুশলী হিসেবে বড় হয়েছিলেন। ১৬৫৭ সালে সম্রাট শাহজাহান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। গুজব রটে যায় যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। চার পুত্রের মধ্যে শুধু দারা এ সময় পিতার কাছে ছিলেন। এ সময় ভাইদের মধ্যে সবার বড় দারা ছিলেন এলাহাবাদ ও লাহোরের শাসনকর্তা, দ্বিতীয় জন সুজা ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা। আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের এবং সবার ছোট মুরাদ গুজরাট ও মালওয়ার শাসনে নিযুক্ত ছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতাকালে দারা তার কাছে ছিলেন। সবার বড় ও সম্রাটের প্রিয় পুত্র হিসেবে সিংহাসন তার হাতে চলে যেতে পারে এই আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে ওঠেন বাকি ভাইয়েরা।

লক্ষ্য আগ্রা

প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে সুজা ও মুরাদ দু'জনেই নিজ নিজ অঞ্চল থেকে নিজেদের মুঘল সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন এবং দু'জনেই সৈন্য নিয়ে আগ্রার দিকে অগ্রসর হলেন। স্থিতধী আওরঙ্গজেব তাড়াহুড়া করলেন না। তিনি নর্মদা নদীর প্রতিটি ঘাটে পাহারা বসালেন এবং বোন রওশন আরা ও অন্যান্য দূত মারফত সকল খবর রাখতে থাকলেন। প্রত্যেক ভাইয়ের প্রতি পদক্ষেপের খবর যাচাই করে নিজের পরবর্তী পদক্ষেপ ভাবতে থাকলেন আওরঙ্গজেব। পুত্ররা সসৈন্যে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ বৃদ্ধ শাহজাহানের নিকটও পৌঁছে গেল। তিনি সুজাকে প্রতিহত করার জন্য দারার পুত্র সুলায়মানকে সৈন্য দিয়ে প্রেরণ করেন। সুলায়মানের সঙ্গী হন আম্বরের রাজা জয় সিং। এই মিলিত বাহিনীর সাথে বাহাদুরপুরের যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হন সুজা। জয় সিং তাকে বাংলার সীমানা পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যান। আওরঙ্গজেব আগ্রার উদ্দেশ্যে আওরঙ্গাবাদ থেকে রওনা হয়ে বুরহানপুরে আসেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থান করে নর্মদা নদী পার হয়ে তিনি দিপালপুর আসেন। সেখানে মুরাদের বাহিনীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। স্বার্থসিদ্ধির জন্য আওরঙ্গজেব চুক্তি করেন মুরাদের সাথে। সিদ্ধান্ত হয় দু'জন একজোট হয়ে দারা ও সুজার বিরুদ্ধে লড়বেন। জয়ী হলে উভয়ে সমানভাগে সাম্রাজ্য ভাগ করে নেবেন। এই চুক্তি ছিল আওরঙ্গজেবের কূটনীতির প্রথম সাফল্য। এর মাধ্যমে তিনি সাময়িকভাবে একজন বিরোধী কম করে ফেলেন। দুই শাহজাদার মিলিত বাহিনী অগ্রসর হলো আগ্রার দিকে।

ধর্মাতের যুদ্ধ

মুরাদ ও আওরঙ্গজেবের মিলিত বাহিনীকে প্রতিহত করতে দারা যোধপুরের অধিপতি যশবন্ত সিংকে পাঠান, সাথে সহযোগিতার জন্য কাশিম খানের নেতৃত্বে একটি বাহিনী যায়। এই দু'জনের নেতৃত্বে যথেষ্ট সমন্বয়হীনতা ছিল। আওরঙ্গজেব যশবন্ত সিংকে চিঠিতে লিখে পাঠান যে, আর কোনো উদ্দেশ্য নয়, অসুস্থ পিতাকে দেখতেই তিনি আগ্রাতে যাচ্ছেন। কিন্তু এ অজুহাত উপেক্ষা করে যশবন্ত তার সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে এগোতে থাকেন। অতঃপর ১৬৫৮ সালের ২৫ এপ্রিল ধর্মাত নামক স্থানে দুই দলে প্রচন্ড যুদ্ধ বাধে। দুই শাহজাদার সুসংগঠিত বাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা, আর তার সাথে আওরঙ্গজেবের সুনিপুণ রণকৌশলের কাছে প্রাণপণ যুদ্ধ করেও হার মানতে হয় যশবন্তের রাজপুত সেনাকে। আহত হয়ে যশোবন্ত সিং পালিয়ে যোধপুর পৌঁছান। কথিত আছে, তার রানী তার মুখের উপর দুর্গের তোরণ বন্ধ করে দেন, কারণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক সেনাপতিকে নাকি রাজপুতরা ক্ষমা করে না। কাশিম খানের অধীনস্থ কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাকেও আওরঙ্গজেব নিজের দলে টেনে নিয়েছিলেন। ফলে প্রতিপক্ষ আরও দুর্বল হয়ে হারতে বাধ্য হয়। ধর্মাতের এই যুদ্ধে বিজয় আওরঙ্গজেবের দাপট অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়।

সামুগড়ের যুদ্ধ

ধর্মাতের যুদ্ধে জয়লাভ করে আওরঙ্গজেব যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি ফতেহাবাদ নামে একটি শহরের পত্তন করেন। তারপর শক্তিশালী এক বাহিনী নিয়ে তিনি চম্বল অতিক্রম করে সামুগড়ে পৌঁছান। আগ্রা থেকে এটি ছিল আট মাইল পূর্বে। এবার দারা পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে স্বয়ং সামুগড়ে পৌঁছান। ২৯ মে ১৬৫৮, সংঘটিত হয় সামুগড়ের যুদ্ধ। দারা হাতির পিঠে চেপে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত তার সৈন্যদের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল যথেষ্ট। দারার রাজপুত বাহিনীর হাতে নাজেহাল হয়ে পিছু হটে মুরাদের বাহিনী। রাজপুতদের বীরত্বে অভিভূত হন আওরঙ্গজেব। তবে শেষ পর্যন্ত তার হাতেই রাজপুত বাহিনী ধরাশায়ী হয়। ওদিকে দারার দুই সেনাপতি

খলিলুল্লাহ খান ও রুস্তম খান, দু'জনেই নাজেহাল হয়ে পড়েন। দারার গোলন্দাজদের গোলা শেষ হয়ে এলে আওরঙ্গজেবের ইউরোপিয়ান গোলন্দাজ বাহিনী লাগাতার গোলা ছুঁড়ে পরিস্থিতি আরও বেসামাল করে দেয়। এদিকে রুস্তম খান নিহত হলে দারা অবস্থার গুরুত্ব বুঝে হাতি থেকে নেমে ঘোড়ায় চাপেন। কিন্তু তার বাহিনী তাকে হাতির পিঠে না দেখে ভাবে তিনি বুঝি নিহত হয়েছেন। ফলে নিমিষেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে দারার সেনাদল। এই যুদ্ধে দারার প্রায় দশ হাজার সৈন্য নিহত হয়। দারা সহচর ও পরিবার পরিজন নিয়ে দিল্লী পালিয়ে যান।

আগ্রা প্রবেশ

বিজয়ী আওরঙ্গজেব ও মুরাদ আগ্রায় উপস্থিত হন। সম্রাট শাহজাহান আওরঙ্গজেবকে দেখা করার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু সতর্ক আওরঙ্গজেব সাক্ষাৎ থেকে বিরত থাকেন। তিনি দুর্গের ভেতরে যমুনার পানি সরবরাহের পথ বন্ধ করে দেন। অতঃপর জাহানারার মধ্যস্থতায় শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের সাক্ষাৎ হয়। সম্রাট জানান, এসব যুদ্ধের জন্য তিনি দায়ী নন, বরং দারাই তাকে বাধ্য করেছিল। আওরঙ্গজেব পিতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে ফেরার পথে তার বিশ্বস্ত অনুচরদের কাছ থেকে শাহজাহানের লেখা একটি পত্র পান। এতে সম্রাটের দারাকে গোপন সহযোগিতা করার কথা ছিল। আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ সম্রাটকে গৃহবন্দী করেন। শেষ বয়সে দাপুটে সম্রাট শাহজাহান পুত্রের কাছে নজরবন্দী হয়ে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ দিন কাটাতে থাকেন। কন্যা জাহানারাও তার সাথে স্বেচ্ছাবন্দীত্ব বরণ করেন। আগ্রার দায়িত্ব পুত্র মোহাম্মদের হাতে দিয়ে আওরঙ্গজেব দিল্লীর দিকে রওনা দেন।

মুরাদের পরিণতি

এদিকে তলে তলে মুরাদ আরও সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন। প্রয়োজন শেষে মুরাদকেও পথে থেকে সরানো দরকার ছিল। তাই দিল্লী যাত্রার পথে আওরঙ্গজেব মথুরায় যাত্রা বিরতিকালে মুরাদকে নৈশভোজের জন্য শিবিরে আমন্ত্রণ জানান। মুরাদ তার এক সহচরের পরামর্শে নৈশোভোজে যোগ দেন। উল্লেখ্য, এই সহচরকে আগেই অর্থ দিয়ে বশীভূত করে নিয়েছিলেন আওরঙ্গজেব। ভোজে মুরাদকে প্রচুর মদ খাওয়ানো হয় এবং তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লে একজন পরিচারিকা দিয়ে তাকে তাঁবুতে পাঠানো হয়। ক্লান্ত, মাতাল মুরাদ শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লে তার কোষ থেকে তরবারি বের করে নেয় সেই পরিচারিকা। এভাবে খুব সহজেই বন্দী হয়ে যান মুরাদ। তাকে প্রথমে দিল্লীর দুর্গে বন্দী রাখা হয়েছিল, পরে গোয়ালিয়রের দুর্গে পাঠানো হয়। সেখানে গুজরাটের দিউয়ান আলী নকীকে হত্যার অপরাধে কাজীর বিচারে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। ১৬৬১ সালের ৪ ডিসেম্বর মুরাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়।

দারার পরিণতি

মুরাদকে পথ থেকে সরানোর পর আওরঙ্গজেব যথেষ্ট নিশ্চিন্তে দিল্লীর দিকে যাত্রা করেন। এদিকে দারা দিল্লীতে যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করে নিজেকে শক্তিশালী করতে পারেননি। সংঘাত এড়াতে তিনি লাহোর পালিয়ে যান। আওরঙ্গজেব নির্বিঘ্নে দিল্লী দখল করে নিয়ে ১৬৫৮ সালের ২১ জুলাই নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন এবং 'আলমগীর' নাম ধারণ করেন। এরপর আওরঙ্গজেব নিজেকে পুরোপুরি নিষ্কন্টক করতে চাইলেন। তিনি দু'দিকে দু'টি বাহিনী প্রেরণ করলেন। একটি বাহিনী দারার পেছনে লাহোরের দিকে গেল, আরেক বাহিনী গেল এলাহাবাদের দিকে। সেখানে দারার পুত্র সুলায়মান ও আরেক ভাই শাহ সুজাকে দমন করার দায়িত্ব পেয়েছিল তারা। দারা বিপদ বুঝে লাহোর ছেড়ে গুজরাটের দিকে পালালেন। আহমেদাবাদের শাসক তাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। তার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে দারা সৈন্য সংগ্রহ করে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। পূর্বের আজ্ঞাবহ মহারাজ যশবন্ত সিং এসময় তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আজমীরে আহবান জানান। কিন্তু যশবন্ত সিংও গোপনে বিজয়ী সম্রাট আওরঙ্গজেবের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। আজমীরের নিকট দেওয়াইয়ের গিরিপথে আওরঙ্গজেবের সৈন্যের সাথে দারার তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দারা পুনরায় আহমেদাবাদে ফিরে আসেন। কিন্তু এবার সেখানকার শাসনকর্তা তাকে শহরে ঢুকতে বাধা দেন। বিজয়ের পতাকা কোনদিকে সমুচ্চ থাকবে, তা তিনি নিশ্চিত বুঝে গিয়েছিলেন। ভাগ্যবিড়ম্বিত দারা এবার আফগানিস্তানের পথে অগ্রসর হলেন। পথে দাদার নামক স্থানে মালিক জিওয়ান নামে এক বেলুচ সর্দারের কাছে তিনি আশ্রয় লাভ করেন। এই সর্দারকে একবার শাহজাহানের রোষানল থেকে রক্ষা করেছিলেন দারা। দারার স্ত্রী নাদিরা বেগমও তার সঙ্গী হয়ে এ পথে চলছিলেন। পথের ক্লান্তি, ধকল সহ্য করতে না পেরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ও দাদারেই মৃত্যুবরণ করেন। তার দেহ সমাধিস্থ করার জন্য লাহোর পাঠিয়ে দেয়া হয়। এদিকে বিশ্বস্ত মালিক জিওয়ান দারার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসেন। তাকে তুলে দেন আওরঙ্গজেবের সেনাদের হাতে। দারা ও তার দ্বিতীয় পুত্র সিপহির শিকোহকে দিল্লীতে নিয়ে আসা হয়। আওরঙ্গজেব তাদের চূড়াবত অপমান করার সিদ্ধান্ত নেন। পিতা ও পুত্রকে একটি রুগ্ন হাতির পিঠে বসিয়ে দিল্লীর রাস্তায় রাস্তায় ঘোরানো হয়। ফরাসি পর্যটক ফ্রান্সিস বার্ণিয়ে এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বর্ণনা দেন। অবশেষে দারাকে বিচারের সম্মুখীন করা হয়। সভাসদগণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন তার বিচার নিয়ে। দানিশমন্দ খান দারার প্রাণভিক্ষার আবেদন জানান। কিন্তু শায়েস্তা খান ও আপন বোন রওশন আরা দারাকে নাস্তিক সাব্যস্ত করে তার মৃত্যুদন্ড প্রার্থনা করেন। আলেম-উলামাগণও মৃত্যুদন্ডের পক্ষে রায় দেন। আওরঙ্গজেবেরও সেরকমই ইচ্ছা ছিল। দারা ও তার পুত্র সিপহির দু'জনকেই মৃত্যুদন্ড দিয়ে পথের সবচেয়ে কাঁটাটি অপসারণ করেন আওরঙ্গজেব। ওদিকে দারার বড় ছেলে সুলায়মানকে পাহাড়ওয়াল থেকে আটক করা হয়। তাকেও প্রথমে দিল্লীতে ও পরে গোয়ালিয়রের দুর্গে বন্দী রাখা হয়। পরে সেখানেই বিষ প্রয়োগে তাকে হত্যা করা হয়।

সুজার পরিণতি

উত্তরাধিকার সংগ্রামে শাহ সুজা ছিলেন আওরঙ্গজেবের শেষ প্রতিদ্বন্দ্বী। এই দ্বন্দ্বের শুরুতেই সম্রাট শাহজাহানের আদেশে দারার পুত্র সুলায়মান শাহ সুজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। ১৬৫৮ সালের মে মাসে সুলায়মানের সাথে সুজার একটি সন্ধি হয়। শর্তানুযায়ী সুজাকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনক্ষমতা দেয়া হয়। ওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে বসার পর সুজাকে তার পদে অধিষ্ঠিত রাখার আশ্বাস দান করেন। কিন্তু সুজা তাকে বিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি যুদ্ধ করারই সিদ্ধান্ত নেন। ১৬৫৯ সালে উত্তর প্রদেশের খাজুয়া নামক স্থানে তাদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অনিবার্যভাবে সুজার পরাজয় ঘটে। তিনি প্রথমে বাংলা ও পরে আরাকান পালিয়ে যান। আরাকানের মগ রাজা তাকে প্রথমে সাদরে গ্রহণ করলেও পরে তাদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। অবশেষে ভাগ্যবিড়ম্বিত সুজা আরাকানের মগদের হাতে নিহত হন।

এভাবেই ছল, বল ও কৌশলের সুচারু প্রয়োগ ও সময়ের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে, নিজের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা কাজে লাগিয়ে আওরঙ্গজেব ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সংগ্রাম নিঃসন্দেহে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতামূলক, কিন্তু ক্ষমতার জন্য যেকোনো সীমা লঙ্ঘন করা মুঘল বংশের রক্তে ছিল। উল্লেখ্য, সম্রাট শাহজাহানও তার যৌবনে পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, জাহাঙ্গীর করেছিলেন তার পিতা আকবরের বিরুদ্ধে। কিন্তু আওরঙ্গজেবের সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশি ছিল এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিলেন যথেষ্ট দক্ষ। তাই বলা যায় প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদকে সার্থক প্রমাণ করেই আওরঙ্গজেব নিজেকে তুলনামূলক যোগ্যতর হিসেবে উপস্থাপন করেন এবং সম্রাট পদবীটি অর্জন করেন। উত্থান হয় এক নতুন সম্রাটের, যে শুধু বংশসূত্রে নয় কর্মসূত্রেও সম্রাট।

তথ্যসূত্র: ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস- মধ্যযুগঃ মোগল পর্ব- এ কে এম শাহনেওয়াজ

(pub-2015, p 149-155)

ওয়াকফ বিল নিয়ে সরকারের উচিত মুসলমানদের কথাও শোনা!

আ. ফ. ম. ইকবাল

বিজেপি নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় সরকার দেশের ওয়াকফ আইনে যে সংশোধনী বিলের প্রস্তাব উত্থাপন করেছে, তার বিরুদ্ধে দেশের মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেই ক্ষোভ সরকারের সামনে তুলে ধরার জন্য সোমবার দিল্লির যন্তর মন্তরে এক বিশাল প্রতিবাদী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের আহ্বানে সেই বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশ থেকে সরকারকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, ওয়াকফ আইন সংশোধনী বিল (২০২৪) যদি প্রত্যাহার করা না হয়, তাহলে এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড ছাড়াও সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন জামায়াত-এ-ইসলামি হিন্দ, জমিয়ত উলেমা-এ-হিন্দ সহ দেশের আরোও অনেক সংগঠনের কর্মকর্তা এবং কর্মীবৃন্দ, যারা দেশের সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। তাছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও সমাবেশে উপস্থিত হয়ে ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন।

নিঃসন্দেহে সরকারও ইতিমধ্যেই সচেতন যে, দেশের মুসলিম সমাজ তথা সংগঠনগুলো প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে রীতিমত অসন্তুষ্ট। আমাদের দৃষ্টিতে, সরকার প্রস্তাবিত এই বিলকে আইনের রূপ দেয়া থেকে বিরত থাকাই কাঙ্ক্ষিত। এমনিতেই যখন প্রস্তাবিত সংশোধনী বিল লোকসভায় উত্থাপন করা হয়, তখন থেকেই সংসদের বৃহৎ সংখ্যক মাননীয় সদস্যগণ ছাড়াও, সারাদেশের মুসলমান সমাজ এবং যারাই দেশের সকল নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান করছেন, তাদের সবাই ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছেন।

সোমবার অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশ নিয়ে সরকার পক্ষ নিজেদের স্বভাবসিদ্ধ অবস্থান তুলে ধরেছে। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু অভিযোগ করেন যে, প্রস্তাবিত বিল নিয়ে বিরোধীরা, বিশেষ করে কংগ্রেস দল বিল নিয়ে দেশব্যাপী মিথ্যা ছড়াচ্ছে। তিনি আরও বলেন, প্রস্তাবিত বিলটি আসলে মুসলমানদের স্বার্থেই উত্থাপন করা হয়েছে।

সোজা কথায়, সরকার ওয়াকফ সংশোধনী বিলের মাধ্যমে দেশের ওয়াকফ সম্পত্তি হড়প করার সিদ্ধান্ত পাকা করে নিয়েছে বলেই মনে করছেন আইনী বিশেষজ্ঞ মহল। সংশোধিত বিলটি আইনে পরিণত হলে, দেশের মসজিদ মাদ্রাসা পরিচালনা কার্যপ্রণালীতে কেবল সরকারের হস্তক্ষেপই বাড়বে না, বরং দেশের দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিভাজন রেখা আরও প্রকটিত হবে। ওয়াকফ বোর্ডের কার্যপ্রণালীর উপর যখন সরকার তথা স্থানীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হবে, তখন মসজিদ মাদ্রাসা ইত্যাদি ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

উল্লেখ্য যে, ২০২৪ সালে সরকার যখন সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী বিল উপস্থাপন করেছিল, যখন সংসদের উভয় কক্ষে এর তীব্র বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে, বিরোধীদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে সরকার বিলটি যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)-তে পাঠাতে বাধ্য হয়। প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলে ক্ষমতাসীন সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে এমন সব সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছে, যা সরকারের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়। সরকার সমর্থিত সংগঠনগুলো দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে এমন এক ধারণা ছড়িয়ে দিয়েছে যে, দেশের ওয়াকফ বোর্ডগুলোর হাতে প্রচুর জমি সম্পত্তি রয়েছে, যার ভিত্তিতে মুসলমানরা রাজনীতি করে আসছে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে- ওয়াকফের জমি এবং অন্যান্য সম্পদ দ্বারা সংশ্লিষ্ট ওয়াকফের অন্তর্ভুক্ত মসজিদ এবং অন্যান্য ওয়াকফ সম্পদের

রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। ওয়াকফের এক বিশিষ্টাংশ পিছিয়ে পড়া মুসলমান শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করার জন্য স্কলারশিপ হিসেবে আবন্টন করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ ওয়াকফ সম্পত্তির সঙ্গে রাজনীতির আদৌ কোনো সম্বন্ধ নেই।

সঙ্ঘীয় বিচারধারার সঙ্গে বিজড়িত কিছু সংস্থা দ্বারা সুপরিকল্পিতভাবে এমন কিছু ধারণা সাধারণ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, মসজিদ এবং মাদ্রাসাগুলোয় দেশবিরোধী ও হিন্দুবিরোধী কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এটি বিজেপির মেরুকরণের এক অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে, যা হিন্দুদের ভোট মেরুকরণের জন্য ফলদায়ক হয়ে উঠেছে। প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিল কার্যকর হলে ওয়াকফ সম্পত্তির উপর কেবল সরকারের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ কায়েমই হবে তাই নয়, দেশের মুসলমান সমাজ তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। মসজিদগুলোর দৈনন্দিন কাজকর্মে পরিচালনা করার জন্য জেলা প্রশাসনের উপর নির্ভর করতে হবে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই ওয়াকফ সম্পত্তিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের অর্থ হবে, একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতায় খোলাখুলি হস্তক্ষেপ। এসব কারণেই প্রস্তাবিত সংশোধনী বিল নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। যন্তর মন্তরে সোমবার সেই ক্ষোভের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়েছে। সেই প্রতিবাদী সমাবেশে আয়োজকরা সকল জেপিসি সদস্যদের যেমন আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তেমনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বিজেপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)-র সদস্যগণ এবং বিরোধী দলের সদস্যদের ও। প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিলের সপক্ষে দেশের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর সাফাই গাওয়ার ধরণটা ঠিক তেমনটাই মনে হয়েছে, যেমনটা তিন কৃষি আইন নিয়ে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী, এমনকি প্রধানমন্ত্রীও সাফাই গেয়ে আসছিলেন। সকলের বক্তব্যের সারকথা ছিল একটাই- কৃষি আইনগুলো কৃষকদের স্বার্থেই সংসদে পাস করানো হয়েছে !

সরকার যখনই কোন নতুন আইন নিয়ে আসুক না কেন, তা কারো না কারো, কোনো না কোনো জনগোষ্টির স্বার্থে বলেই দাবি করে থাকে। কিন্তু সরকার সংশ্লিষ্ট আইনের মাধ্যমে যাদের সুবিধা করে দিতে চায়, কেবল তারাই জানে না যে, তাদের কোন স্বার্থ উক্ত আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত হচ্ছে !

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ডিমোনেটাইজেশন বা বিমুদ্রাকরণ আইন এবং তিনটি কৃষি আইনের কথা। সবগুলোই জনস্বার্থে আনা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। কিন্তু জনসাধারণই বুঝতে সক্ষম হয়নি যে, জিএসটি কিভাবে ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সুরক্ষায় ব্যবহৃত হচ্ছে ? সুতরাং ব্যবসায়ীরা তার প্রতিবাদ করেছেন। ঠিক একইভাবে কৃষি আইনগুলো কিভাবে কৃষকদের স্বার্থে ছিল, কৃষকরা তা বুঝতে পারেন নি বলেই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। অবশেষে সরকার বাধ্য হয় সেই আইনগুলো ফিরিয়ে নিতে। বলা হয়েছে সংবিধানের ধারা ৩৭০ বাতিল করাটাও ছিল জম্মু ও কাশ্মীরের নাগরিকদের স্বার্থে। কিন্তু আজ পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে জনগণ বুঝতে সক্ষম হয় নি যে, কেমন করে তাদের কোন স্বার্থ সুরক্ষিত হলো ? যার ফলে বিভাজিত রাজ্যের জনগণ আজও তার প্রতিবাদ করে আসছেন। সিক্রেট ইলেক্টরেল বণ্ড আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল দেশের ভোটারদের স্বার্থে। অথচ ভোটাররা তা বুঝতে না পেরে প্রতিবাদ করেরলেন। আদালতের শরণাপন্ন হলেন। এবং অবশেষে দেশের শীর্ষ আদালত সেই আইন অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে, তা স্কোয়াশ করে দিল। সরকারের প্রণীত কোনো আইন যখন সাধারণ জনগণ বুঝতে পারে না, তখন এর বিরোধিতা করে থাকে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কেন জনগণ সরকার প্রণীত আইনগুলো কিভাবে জনস্বার্থ সুরক্ষা করতে পারে, তা উপলব্ধি করতে পারে না ? বরং এর বিরোধিতা এবং প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে ? এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, সরকার সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা না বলে, কোনধরনের আলোচনা না করে বিলগুলো সংসদে পেশ করে থাকে। এমনকি সংসদেও যথেষ্ট আলোচনার সুযোগ না দিয়ে, কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাস করিয়ে নেয়া হয়। অনেক সময় দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীও জানেন না সংশ্লিষ্ট আইনের বাস্তবায়ন কেমন করে সম্ভব হতে পারে ! বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে শলাপরামর্শের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। অবধারিতভাবে উপরোক্ত সবগুলো আইনই একই প্রক্রিয়ায় কার্যকর করা হয়েছে।

মোটকথা, বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের সকল কাজকর্মের পেছনে একটাই লক্ষ্য ঘিরে হয়ে আসছে। আর সেটা হচ্ছে- হিন্দু ভোটের মেরুকরণ। প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিলের পেছনেও একই উদ্দেশ্য কার্যকর বলেই মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রস্তাবিত সংশোধনী আইনে পরিণত হলে, দেশের প্রতিটি ছোট-বড় শহর থেকে গ্রামগঞ্জ পর্যন্ত ওয়াকফ জমি দখলের লড়াইয়ের মাঠ তৈরি হবে। ওয়াকফ সম্পত্তির উপর ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ইতিমধ্যেই নজর নিবদ্ধ হয়ে আছে। এসবের দখল নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বাড়বে। সাম্প্রদায়িক বিভাজন জোরদার হবে। যার সদর্থক পরিণাম ক্ষমতাসীন সরকারের পক্ষেই নির্ণিত হবে। সুতরাং সামাজিক এবং ধর্মীয় সংহতি সুরক্ষার লক্ষ্যে দেশের সকল নাগরিকের প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করা অত্যাবশ্যক এবং অনিবার্য হয়ে পড়েছে ।

সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি হোটেলের যারা আগন্তুক

পূর্ব প্রকাশিতের পর...

চোখ-কান বুজে দুর্বল পক্ষের বিরুদ্ধে বাজে মন্তব্য এবং দুর্ব্যবহার করা আমাদের অভ্যাস। সেদিন দুজন সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক কুটুর ওপর ক্ষিচিয়ে উঠলেন। কুটুর দোষ কি ? সে জল আনতে দেরী করেছে। তাঁদের ডাকার মাত্র ২০-২৫ সেকেন্ডের মধ্যে কুটু তাঁদের কাছে জল এনেছে, যেটা আদৌ দেরীর পর্যায়ে পড়েনা। আজ কোনও বয়স্ক কর্মচারী এর চারগুন দেরী করলেও তাঁরা কিন্তু এইভাবে চেঁচাতেন না। এটাই আমাদের স্বভাব। এই দুই ভদ্রলোকই ছিলেন স্কুল-শিক্ষক, মানুষকে শিক্ষা দেওয়া এবং মানুষের চরিত্র গঠন করা যাঁদের কাজ। এই দুই শিক্ষকই আবার ছিলেন সংগ্রামী শিক্ষক-নেতা। তাঁরা কলকাতায় এসেছিলেন শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সরকারের বিভিন্ন বঞ্চনা এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে। কুটুর সাথে তাঁদের এই আচরণ কি অন্যায় নয় ?এটাই কি তাঁদের প্রতিবাদী তথা সংগ্রামী মনের পরিচয় ? এইরকমই ভেজাল মনের অধিকারী আমাদের দেশের মানুষেরা।

দেশের একজন বিখ্যাত জীবন-মুখী এবং গণ-সংগীত গায়ক " ধীরাজ রায়"। শ্রমিক ও কৃষকদের জীবন-সংগ্রামের গান এবং দেশাত্মবোধন গানই উনি গেয়ে থাকেন। ধীরাজ সেদিন দুই বন্ধুকে নিয়ে এই হোটেলে খেতে এসেছিলেন। ধীরাজ খুব খোশ-মেজাজের মানুষ। খাবার টেবিলে বসে কার্ল মার্কস্, এঙ্গেলস প্রমুখ পৃথিবী-বিখ্যাত নেতাদের গুনগান করে আমাদের দেশের নেতাদের সমালোচনা করে বলছিলেন, "এঁরা কি আসল শ্রমিক, কৃষক আর গরিব দরদী ? এঁরা গরিবের প্রতি সহানুভূতি দেখান কিন্তু বাস্তবে এর বিপরীত"। ক'দিন আগে এক বড় জলসায় ধীরাজের গান ছিল। গান শুরুর আগে গান সম্পর্কে ধীরাজ বক্তব্য রাখলেন, "চাঁদ, ফুল, তারা এবং প্রকৃতিকে নিয়ে আমাদের দেশের যত ন্যাকা- ন্যাকা গান, সেখানে মানুষের জীবন-সংগ্রামের কথা নেই। যে রুটির সন্ধানে মানুষ, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, জীবনের সেই দিকটাকে সংগীতের মাধ্যমে মূর্ত করে তুলতে হবে, সংগীতের মাধ্যমে মানুষের চেতনা জাগাতে হবে "। গানের মতই এই কথাগুলোও শ্রোতাদের খুশী করল। একটা কারখানা দীর্ঘদিন রুগ্ধ ছিল। সেটা খোলার দাবীতে শ্রমিকরা গেটের সামনে বিক্ষোভ ও অবরোধ করছিলেন। ধীরাজ সেখানে গিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করার মত কয়েকটা সংগ্রামী গান গাইলেনা। শুধু বিনা পারিশ্রমিকে গানই নয়, নিজের জমানো অর্থ থেকে দুস্থ শ্রমিকদের কল্যাণ-তহবিলে ৫০০০/-টাকা দানও করলেন। সবাই ধন্য ধন্য করে বলতে লাগল, "ধীরাজ খুব বড় মনের মানুষ"।

গল্প করতে করতে কোন ফাঁকে ধীরাজ উত্তমকে খাবারের অর্ডার দিয়েছিলেন, তারপর আবার তিন বন্ধু মিলে গল্প করছিলেন। এদিকে ধীরাজ যাকে খাবারের অর্ডার দিয়েছিলেন, সেই উত্তম ধীরাজকে বন্ধুদের সাথে গল্প করতে দেখে অন্য টেবিলের খাবার পরিবেশনে ব্যস্ত হয়েছিল। ধীরাজ এবং তাঁর বন্ধুদের কথা ভুলে গিয়েছিল। কুটু কাছে আসতেই ধীরাজের এক বন্ধু কুটুর ওপর চোখ রাঙিয়ে উঠলেন, "কি হল বলো তো তোমাদের ? কতক্ষন আগে খাবার চেয়েছি, তোমাদের তো কোনও ভ্রুক্ষেপই নেই, এবারে উঠে যাবো নাকি "? পাশ থেকে ধীরাজও মন্তব্য করলেন, "এই ছেলেটা মহা বদ, এর আগেও এই হোটেলে খেতে এসে দেখেছি, শয়তানীর জন্য ব্যাটা সবার কাছে মুখ খায়, এমনকি কানমোলাও খায়। কিছু ওর লজ্জা নেই"। প্রথমত, কুটু জল দেওয়া এবং টেবিল পরিষ্কারের লোক, দ্বিতীয়ত, খাবারের অর্ডারও তাঁরা দিয়েছিলেন উত্তমকে। একজন সংগ্রামী, শ্রমিক, কৃষক তথা গরিব-দরদী গণ-সংগীত গায়কের এই আচরন ? এটাই আমাদের দেশের মানুষের আসল রূপ। আর মন্তব্যগুলো যে কিশোর কুটুর কাছে চরম জ্বালাময়, তা তো বলাই বাহুল্য।

জগদীশের এই হোটেলে প্রত্যেক খদ্দেরকেই খাবারের সাথে এক টুকরো করে পেঁয়াজ দেওয়া হয়। সেদিন অর্ধেক খাওয়ার পর এক খদ্দের কুটুর কাছে আরেক টুকরো পেঁয়াজ চাইল। একটা পেঁয়াজের টুকরো এনে কুটু তাকে দিল। ব্যাপারটা রাম দেখেছিল। কুটু রান্নাঘরে যেতেই সে ক্ষিচিয়ে উঠল, "কি রে, ওগুলো "কি তোর জমিদারীর জিনিষ নাকি রে? একটা লোককে ক'বার পেঁয়াজ দিতে লাগে" ? জগদীশ কি একটা কারণে রান্নাঘরে এসেছিল। কিছু না বুঝেই রামের কথার ওপর সে কুটুকে বলে উঠল, "বুঝে শুনে কাজ করো, বেশি সর্দারি করতে যেওনা "।

২০-২২ বছর বয়সী চারজন ফুটবল খেলোয়াড় সেদিন খেতে বসেছিল। লোকের মতে ওরা খেলোয়াড়োচিত ও প্রশস্থ মনের মানুষ। ওরা মাঝে মাঝেই এই হোটেলে আসে। কুটুকে জগদীশ, রাম, উত্তম যে যেভাবে পারে ধমকায়, সেটা ওরা দেখে। কুটুর সম্মন্ধে ওরা মন্তব্য করল, "ছেলেটা বদের ধাড়ি, এত মুখ শুনেও শোধরাবার নাম নেই। কত ভালো মালিক পেয়েছিস, কোথায় ভালোভাবে থাকবি, তা নয় বাঁদরামি ওর যায়না"। কুটুকে তিরস্কৃত হতে দেখে ওরা ভাবে, নিশ্চয় ছেলেটার অনেক দোষ। আসলে, ভেতরে না ঢুকে অন্ধের মত কারুর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা এদেশের মানুষের স্বভাব। জগদীশ ওদের কাছে ভালো মানুষ, কারন সে মাঝে মাঝেই ওদের সাথে খেলার আলোচনা করে, খেলার যথেষ্ঠ খবর রাখে এবং কেউ ভালো খেললে তাকে উৎসাহ দেয়। সেদিন খেতে বসে কিছুটা খাবার পরই তারা রামের কাছে আরেক টুকরো করে পেঁয়াজ চাইতে রাম ওদের প্রত্যেককেই তা' দিল। রামের বেলায় এটা কিন্তু কোনও দোষের হল না। ২-৩ মিনিট পরে ওরা আবার কুটুর কাছে এক টুকরো করে পেঁয়াজ চাইল। আগের দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা কুটুর মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। পেঁয়াজ না দিয়ে তাই সে অন্য একটা টেবিলে জল দিতে গেল। খেলোয়ারদের কিছুটা রাগ হল। ওদের একজন কুটুকে ডাকল। কুটু কাছে আসতেই সে তড়পে উঠল, " ডাকছি, শুনতে পাসনা ? বিনা পয়সায় খাই নাকি তোদের হোটেলে" ? আরেকজন বলে উঠল, "পেঁয়াজটা না দিতে পারিস্ মুখেও তো বলতে পারিস্, না কি মুখটাও ভগবান দেয়নি "? "এই জন্যই ব্যাটা সবার কাছে মুখ খায়", আরেকজন প্রসারিত(!) মনের খেলোয়াড় মন্তব্য করল। জগদীশ কাউন্টার ছেড়ে ওদের কাছে এলো। জগদীশ আসতেই একজন খেলোয়াড় বলল, "দ্যাখো জগদীশদা, এক টুকরো পেঁয়াজ চেয়েছি, দিক্ না দিক্ একবার সাড়া দেবারও প্রয়োজন মনে করলনা, ও কি বিরাট লাট-সাহেব হয়ে গিয়েছে নাকি"? কুটুর ওপর জগদীশ তর্জন করে উঠল, "হ্যাঁ, রে হোটেল-মালিক কি তোদের মত ভিক্ষারী নাকি রে, যে, এক টুকরো পেঁয়াজ বেশি চাইলে দেওয়া যাবেনা ? যেমন হা-ভাতের ঘর থেকে এসেছে তেমনই স্বভাব"।

একটি প্রগতিশীল ছাত্র-সংগঠনের আট জন তরুণ ছাত্র-নেতা সেদিন পাশাপাশি দুটো টেবিলে খেতে বসেছিল। ওরা ছিল কলেজ-ছাত্র। একটি প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তৃতা দিয়ে ফেরার সময় ওরা এই হোটেলে ঢুকেছিল। উত্তম ছুটীতে থাকায় জল দেওয়ার পাশাপাশি খাবার পরিবেশনেও কুটুকে লাগানো হয়েছিল। টেবিল সাফের দায়িত্বটা তখন ঐ বাসন-মাজার মহিলাটির ওপর ছিল। ছাত্রদের প্রতি সরকারের নানা বঞ্চনা এবং শিক্ষা-ব্যবস্থায় নানা দুর্নীতির প্রতিবাদে ছিল এই সমাবেশ। সাধারণ মানুষের বিচারে ওরা তাই প্রগতিশীল, সচেতন ও প্রতিবাদী তরুণ, অন্যায়ের সাথে আপোষ করার পাত্র ওরা নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই ওদের মন্ত্র। আটজন একসাথে খেতে বসে নানা ফরমাস করছিল। একজন তরকারী চায়, তো অন্যজন চায় ডাল আবার সাথে সাথেই আরেকজন ভাত চেয়ে ওঠে। পরিবেশকদের মধ্যে কুটুই ওদের সবচেয়ে ভালো পরিবেশন করছিল।

কিন্তু তবু প্রতি মুহূর্তে ওরা কেউ না কেউ কুটুর ওপর নানা অজুহাতে গর্জে উঠছিল। কখনও এজন বলছিল, "কি রে, কখন থেকে ডাল চাইছি, শুনতে পাসনা"? কেউ বলছিল, "কিরে, শুনতে পাসনা, তরকারীটা যে খালার এক পাশে দিতে বললাম, কথাটা কানে যায়না"? একজন বলে উঠল, "ছেলেটা মহা বদ"।

তুলনায় কুটুর চেয়ে রাম অনেক কম যত্ন নিয়ে পরিবেশন করলেও ওরা একবারও রামের ওপর গরম নেয়নি, রাম সম্পর্কে কোনও খারাপ মন্তব্যও করেনি। ছেলেমানুষ পেয়ে যত চোটপাট ওরা কুটুর ওপরই করছিল। এটাই এদেশের মানুষের বাস্তব চরিত্র।

স্বামীকে হারানোর পর একমাত্র সন্তান কুটুকে ছেড়ে সুজাতা আর থাকতে পারছিল না। প্রায় দু'মাস কাজ করার পর সেদিন সে তার আদরের ছেলেটাকে আনতে কলকাতাই এলো।

উত্তম তখন জয়েন করে গিয়েছে। কিন্তু ছুটি চাইলেও জগদীশ কুটুকে ছুটি দিতে চাইল না।

তবু মায়ের মন, একমাত্র সন্তানকে নিজের বাড়িতে, নিজের কাছে পাওয়ার জন্য সে অত্যন্ত কাতরভাবে জগদীশকে অনুরোধ করতে লাগল।

চলবে...

মানবদল

পাভেল আখতার

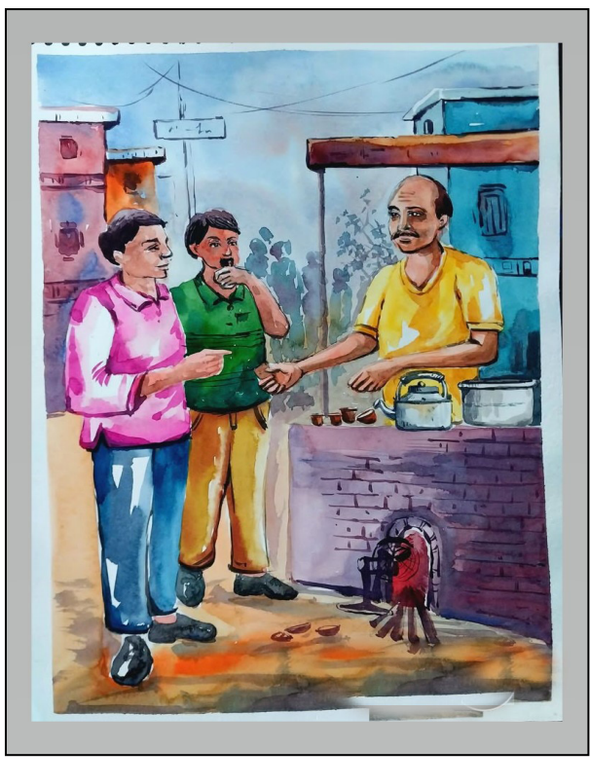

অণুগল্প

রামকানাইবাবু চায়ের দোকানে আড্ডা দেন না। কিন্তু, কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সেদিন হঠাৎ তার ইচ্ছে হ'ল দোকানে চা খাওয়ার। গেলেন। দোকানে তখন 'রাজনীতি' নিয়ে দুরন্ত গতিতে রাজা-উজির মারা হচ্ছে। উত্তপ্ত পরিবেশ। শিল্প, বেহাল অর্থনীতি, দুর্নীতি, চাকরিবাকরির সংকট, বেকারের আত্মহত্যা ইত্যাদি অগণিত বিষয়। মোদ্দা কথাটি তিনি বুঝলেন : যে যে পার্টির সমর্থক তার কোনও দোষই থাকতে পারে না, দোষ থাকলেও পারে না। বৃথা বাক্যব্যয় না করে তিনি চা-টা খেয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় একজন বলে উঠল : 'কাকু, আপনি তো কিছুই বললেন না। আপনি কোন দলের সমর্থক ?' মুচকি হাসলেন রামকানাইবাবু। 'বলতেই হবে ?' প্রশ্ন করলেন। --'বলুন না, ক্ষতি কি।' --'না, ক্ষতির কথা নয়, তবে লাভও তো কিছু নেই।' --'কেন, লাভ নেই কেন ?' --'আপনারা এতক্ষণ তো বহু আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক করলেন। লাভ কিছু হয়েছে, নাকি হওয়ার সম্ভাবনা আছে ?' --'তাই বলে কোনও দলকেই সমর্থন করবেন না, তা কি হয় ?' --'সমর্থন করি না তা কখন বললাম ?' এই উত্তরে সবাই এবার ভীষণ উদগ্রীব হয়ে উঠল জানার জন্য। একদল কৌতূহলী মানুষের সামনে রামকানাইবাবু বললেন, 'আমি যে দলটিকে সমর্থন করি তার নাম--'মানবদল'। সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল ! রামকানাইবাবু আর সময় নষ্ট করলেন না!

এখনও বর্তমান

জাহাঙ্গীর আলম

ছোট গল্প

বিপিন বাবু সবে কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। অবসর নিলে কি হয় দেখে চেনার উপায় নেই। সতেজ বেতের মতো ছিপ ছিপে চেহারা। দেখলে মনে হবে এখনও পঞ্চাশ পার হয় নি। মেয়েরা সামনে দেখলে অন্তত তিরিশ ডিগ্রি কোণে ঘাড় ঘোরাতে বাধ্য এমনই আকর্ষণীয় লাবণ্য চেহারার মধ্যে। সেদিন ঠিক সকাল 9টা নলহাটি থেকে রামপুরহাট যাবেন বলে বিপিন বাবু বাসে উঠেছেন। বাসে উঠে দেখেন একটা সিটও খালি নেই। এই বয়সে কি দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব? বাহিরে দেখলে কি হয় বয়সের তো ধর্ম আছে। ভিতরে ঘুণপোকা বাসা বেঁধে আছে । একবার বসলে তো উঠতে ইচ্ছে হয় না। আবার দাঁড়ালে তো বসতে কষ্ট হয়। কিন্তু তাকে যে রামপুরহাটে পৌঁছতে হবে বেলা দশটার মধ্যে। নচেৎ মেয়েটাকে সশরীরে দেখা হবে না। রামপুরহাট জেনারেল হাসপাতালে ছোট মেয়েটা ভর্তি না গেলে শ্বশুর বাড়ির লোকের কাছে যে মুখ রাখা দায়। এর আগেও একবার এমন ঘটনা ঘটেছিল সেবারে ঠিক সময়ে পৌঁছতে না পারায় অনেক কথাই শুনতে হয়েছিল। বিকালে যাবেন সে উপায় তো নেই। পরদিন সকালে যে স্ত্রীর জন্য ছুটতে হবে ডাক্তার বাড়িতে এক মাসের আগের appointment না গেলে আবার একমাস পিছিয়ে যাবে। রোগ বলে কথা সে তো সুযোগ পেলেই হাত পা বিস্তার করতে ব্যস্ত। ওলা উবে করে যাবেন সে সম্ভাবনাও কম একে এ রাস্তায় এসব গাড়ি ঘোড়ার সংখ্যা কম যা দু একটা চোখে পড়ছে সে তো বাসে যেখানে 50 টাকার ভাড়া চেয়ে বসবে 500 টাকা। সামান্য একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকের পক্ষে কি সম্ভব? দু দুটি মেয়ে বিয়ে দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত। গ্রাচুটির যে কটা টাকা পেয়েছে তারও সিংহ ভাগ খরচ হয়ে গেছে ধার দেনা শোধ করতে গিয়ে এখন যে কটা টাকা পড়ে আছে তাই দিয়ে নিজেদের চিকিৎসার খরচ চালান। মাস মাহিনার টাকা দিয়ে সংসার খরচ, সামাজিকতা ও লৌকিকতা পালন করতে করতে প্রতিনিয়ত বিপিন বাবুকে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

অগত্যা পিছনের একটা সিটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন । মনে ভাবছেন কে আর আমার জন্য সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে। এ প্রজন্মের কাছে সে আশা করা আর ভস্মে ঘি ঢালা একই। পরক্ষণেই কি মনে হলো সিনিয়র সিটিজেন লেখা সিটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তবে সেখানে যে দুজন বসে আছেন তাদের মধ্যে একজনকে দেখে কখনই মনে হবে না যে আছে তার বয়স ষাট হয়ে গেছে । আবার ভাবছেন যদি আমার মতো বয়স চোরা হয়। নিজেরও যে ষাট পার হয়ে গেছে তাই বা কিভাবে প্রমাণ করবে, কাছে যে তেমন কোনও প্রমাণ পত্র নেই । আর একটা সিটের জন্য এত কথা না ভাবাই ভালো এতে শরীর ও মন দুটোরই ক্ষয় এই ভেবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় কে যেন চিৎকার করে বলল, "স্যার এদিকে আসুন " ভাবলেন কে আবার হঠাৎ ডাকল স্যার বলে। আবার মনে হলো কতো ছাত্রকেই তো দীর্ঘ কর্মজীবনে পার করলেন । কেউ না কেউ থাকতেও তো পারে। শব্দ ভরে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন। চশমাটা বেশ ঝাপসা বেশ কিছুদিন হলো ডাক্তার দেখাই দেখাই করে আর দেখানো হয় নি। ঝাপসা চশমা দিয়ে যা দেখলেন তা যেন বিপিন বাবু বিশ্বাসই করতে পারছেন না। তাই চশমার ফাঁক দিয়ে ভালো করে উঁকি মেরে দেখতে উদ্যত হলেন দেখেন যে স্যার বলে চিৎকার করছিল সে তো তার বয়সী একজন প্রবীণ ব্যক্তি। বিপিন বাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম কি? একটু লজ্জিত হয়ে বলল, স্যার আমি সেই নিমাই। অনিল কর্মকারের ছেলে। আচ্ছা তুই সেই অনিলের ছেলে নিমাই? - তা তুই দেখছি তো বুড়ো হয়ে গেছিস। মাথায় উশকো খুশকো পাকা চুল। তা তোর বয়স কতো হলো? কতো আর হবে স্যার! এই চল্লিশ বিয়াল্লিশ হবে আর কি! - - এই বয়সেই বুড়ো হয়ে গেছিস? মাথার চুল ও পেকে গেছে। - - কি করব স্যার এসব তো আর আমাদের হাতে নেই। সত্যি তো ওরই বা কি করার আছে। সবই তো উপরওয়ালার হাতে। এমন সময় ওর গন্তব্য স্থল এসে গেলে স্যার আসি বলে নেমে যায়। বিপিন বাবু মনে মনে ভাবছেন এখনও যে ভালবাসা শ্রদ্ধা একেবারে শেষ হয়ে যায় নি তারই প্রমাণ যেন তিনি হাতেনাতে পেলেন। কতোদিন আগে এদের পড়িয়েছি কখনো বা ভালোবেসে কাছে টেনেছি আবার কখনও বা কড়া হাতে শাসন করেছি হয়তো সব মনে রেখেছে তাই সন্মান দিতে ভোলে নি। এমন সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত শরীরে আর কতক্ষণই বা টানা যায়। ফাঁকা রাস্তায় বাসের গতির সাথে পাল্লা দিয়ে খোলা জানালা দিয়ে ঢোকা ফুরফুরে দখিনা বাতাসে কখন যে বিপিন বাবু ঘুমিয়ে গেলেন কে জানে.....

ফিলিস্তিন

মুস্তাফিজুর রহমান

আকাশে যে সূর্য ওঠে সেটা কি একা বিংশ শতাব্দীর সূর্য
নাকি সেই মধ্য যুগের?
স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যে যে মানবতার পাঠ পড়ানো হয়, সেটা
কি একা বিংশ শতাব্দীর রচিত নাকি সেই মধ্য যুগের ?
সবিই যদি আধুনিক যুগের হয়,
তবে নির্বিকারে কেন ফিলিস্তিনে আবাল, বৃদ্ধা, বনিতা,
হত্যা করা হয় শয়ে শয়।
জীবনানন্দ দাশের শিকার কবিতার মধ্য দিয়ে যদি
হরিন হত্যার জোরালো প্রতিবাদ চলে,
তবে এদেশের বুদ্ধিজীবীরা কি সম্মতি দেয় মানুষ মারার কলে ?
বিশ্ব মিডিয়া কোথায় ? কোথায় সেই লেখকের সারি ?
যাদের হাতের থাকে শান্তি প্রতিষ্ঠার দুধারী তরবারি।
ফিলিস্তিন বলে কি জাতি বিদ্বেষ থামবেনা!
পৃথিবী কি শুধু এক শ্রেণীর মানুষের কেনা ?
আজো এদেশে ফেসবুক, ইউটিউব এ পোলিং হয়,
ইজরায়েল নাকি ফিলিস্তিন!
বিজ্ঞান পেয়েছি মোরা, মানুষ হিসেবে সেরা,
তবুও এতো নির্দয়□বিবেকহীন।

বৃষ্টি

জাহাঙ্গীর আলম

সামান্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে বটে
কিন্তু অস্বস্তির ছাপ সর্বত্র
শান্তির বৃষ্টি রহমতের বৃষ্টি দিক না ডুবিয়ে চারদিক।
গাছ গুলো হাঁ করে করে তাকিয়ে আছে
কখন নামবে সেই বৃষ্টি
অবোধ পাখিদের কিচিরমিচির করাই সার
ধর্মের কারবারীরা
নেশার পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ঠিক বুঝে নেয়
লাভ ক্ষতির হিসাব।
আমার তোমার থাকা না থাকায়□কি এসে যায়।

ছড়া-ছড়ি

বই

সওকাত আলি

পড়াশোনায় মন নেই।
মন নেই বই এর পাতায়।
যখন করবে মন ছোটাছুটি।
তখন তোমরা রাখো।
বই পেন ও খাতায়।
যে বয়সে করবে খেলা।
আর মাখবে রাস্তার ধুলা।
সে বয়সে বাবা বলেন।
তোর বই এ কেন এতো ধূলা।
আরও আম্মু বলেন বারবার।
পাশের বাসার ছেলেটাকে দেখ।
সারাক্ষণ শুধু সে বই নিয়েই থাকে।
হতে চাই শ্রেণীকক্ষে সে এক।
তুই কি হবি বড় হয়ে লেবার।
শোন খোকা বলি নেই কোন দাম তার।
মাস্টার ডাক্তার যদি হতে চাস।
সমাজে প্রিয় হবি সবার।
শোনো গুরুজন আমরাও বলি।
আমাদের ইচ্ছেটাকে মেরে।
তোমাদের স্বপ্ন টাকে।
আমাদের ইচ্ছের মত করে চলি।
আমাদেরও কিছু ইচ্ছে থাকে।
যেটাই তোমরা দাও বাধা।
ফর্ম হাতে ধরে বলো।
ডাক্তার-ই হবি তুই।
আর শুনবো না তোর কোন কথা।

এলো রমযান

শেখ সিরাজ

আবার এসেছে ফিরে রমযান
আশমানে এক ফালি উজ্জ্বল চাঁদ
ঘরে ঘরে সেহেরির সুরভি
দূরে ওই শোনা যায় ভোরের আজান
আবার এসেছে ফিরে রমযান !
ইসলাম ধর্মের কৃচ্ছ্রসাধন
সংযমে ঋদ্ধ শৃঙ্খলায় মন
হিংসা-দ্বেষ বিসর্জন দিয়ে
সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের করি আহ্বান
আবার এসেছে ফিরে রমযান।
ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক
রমযানের ইফতারে
সর্ব ধর্ম সমন্বয়ে আপ্লুত বিশ্ব।
উপবাসের কঠিন দ্বারে
পরশেতে বহ্নি অঙ্গার যেমন
ধর্মের পরশে ইনসান তেমন
আবার এসেছে ফিরে রমযান।

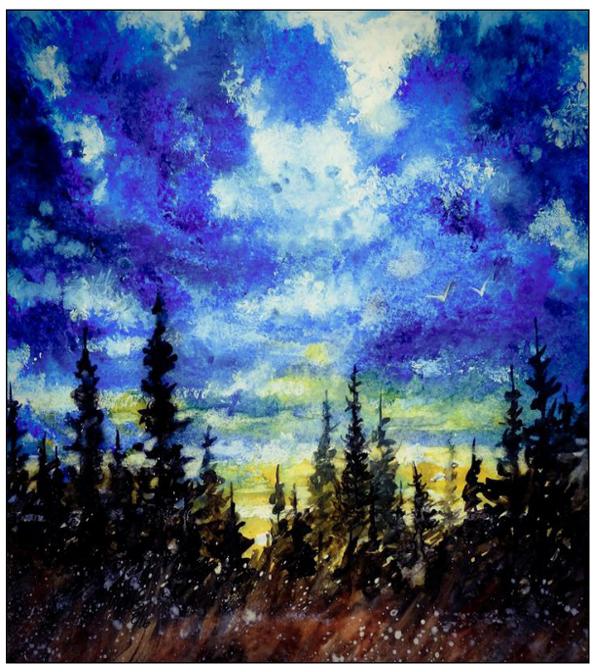

মহাজাগতিক নীতি

মহ. মোসাররাফ হোসেন

মহাজাগতিক নীতির ভিতর দিয়ে যায়
কোথাও সকাল হয়
কোথাও আবার সন্ধ্যা নামে
ভোর হলে পাখি আকাশে উড়ে
মানুষও কাজের সন্ধানে বেরিয়ে যায়
সন্ধ্যা নামলেই পাখিরা ফিরে আসে বাসায়
ক্লান্ত পথিকও ফিরে আসে পান্থশালায়

মহাজাগতিক নীতির ভিতর দিয়ে যায়
জন্ম মৃত্যু সংঘটিত হয়
শুরু হলে একসময় শেষও হয়
কোথাও প্রেম হয়
কোথাও বা বিচ্ছেদ
প্রকৃতি চলে নিজস্ব গতিতে
অনিয়ম হলেই বিপর্যয় নেমে আসে

মহাজাগতিক নীতির বাইরে দিয়ে যায়
মন জরাজীর্ণ হয়
দুঃখ ব্যথা বেদনা নেমে আসে
ভূমিও বন্ধ্যা হয়ে যায়
সুখ অসুখে পরিণত হয়
মানুষ রাতও জেগে থাকে
সৃষ্টিজগতের বাইরে চলে যায়

মানুষ পাখি , না পাখির মানুষ
নাকি একই দেহে দু-এর অবস্থান
সে প্রশ্ন আর করি না
তবে
মহাজাগতিক নীতির সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করি
ভোর হলে পাখি আকাশে উড়ে, সন্ধ্যায় ফিরে আসে
আমিও মানুষ ,আমিও তাই
মহাজাগতিক নীতির ভিতর দিয়ে যায় !

আলমাদা-ম্যাজিকে আর্জেন্টিনার ২০০০তম গোলে হার উরুগুয়ের

আপনজন ডেস্ক: বক্সের বাঁ কোনায় দৌড়ের ওপর উরুগুয়ের এক ডিফেন্ডারকে কাটালেন হুলিয়ান আলভারেজ। একটু এগিয়েই ঘুরে গেলেন বলটা নিয়ে। থিয়াগো আলমাদা ততক্ষণে উরুগুয়ে বক্সের সামনে। আলভারেজ হোমওয়ার্ক করে আসার মতো করে পাসটা দেন আলমাদাকে। শরীরে ২৩ বছরের টগবগে রক্ত আর অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের রোমাঞ্চকর মন থাকলে যা হয়; আলমাদা দূরের পোস্ট তাক করে কিক নেন। সবাইকে স্থির দর্শক বানিয়ে বলটা বাতাসে ভাসতে ভাসতে আশ্রয় নেয় জালে। মাঠের অন্য প্রান্তে আর্জেন্টিনার পোস্টে দাঁড়ানো এমিলিয়ানো মার্তিনেজ গোলটি দেখে এমনভাবে বাঁ হাত নাড়ছিলেন, যেন আগুনে ছেঁকা খেয়েছেন। উরুগুয়ে গোলকিপার সের্হিও রসেটের জন্য তাঁর মায়াও লাগছিল বুঝি। সত্যিই চোখধাঁধানো এক গোল! মন্টেভিডিওর সেন্টেনারিও স্টেডিয়ামে ৬৮ মিনিটে আলমাদার এই গোলই শেষ পর্যন্ত ব্যবধান গড়ে দিয়েছে আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের মধ্যে। স্বাগতিকদের ১-০ গোলে হারিয়ে দক্ষিণ আমেরিকান বিশ্বকাপ বাছাইয়ের পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান আরও মজবুত হলো আর্জেন্টিনার। শুধু তা-ই নয়, দেখা পেয়েছে ২০০০তম গোলেরও।

আলমাদার গোলটি আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের ইতিহাসে ২০০০তম গোল। ১৯০২ সালের জুলাইয়ে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে প্রথম গোলটি এই মন্টেভিডিওতে, এই উরুগুয়ের বিপক্ষেই! ১৩ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিওনেল স্কালোনির দল। সমান ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় ইকুয়েডর। ১৩ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় ব্রাজিলের বিপক্ষে আগামী বুধবার ভারতীয় সময় সকালে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা। আর মাত্র ১ পয়েন্ট পেলেই ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত হবে স্কালোনির দলের।

অর্থাৎ ব্রাজিলের বিপক্ষে ড্র করলেই হবে। যদিও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবার কথা নয় স্কালোনির দলের। তার আগে প্রস্তুতিটা একদম খারাপ হলো না আর্জেন্টিনার।

যদিও আলমাদার গোলটি ছাড়া তেমন আকর্ষণীয় ফুটবল খেলতে পারেনি আর্জেন্টিনা। চোটের কারণে লিওনেল মেসি, লাওতারো মার্তিনেজ, পাওলা দিবালাদের অনুপস্থিতি তার অন্যতম কারণ। প্রায় ৫৫ হাজার দর্শকের সামনে স্বাগতিক উরুগুয়েও তেমন ভালো খেলতে পারেনি। বলার মতো আক্রমণই তৈরি করতে পারেনি মার্সেলো বিয়েলসার দল।

আর্জেন্টিনাও শেষ বাঁশি বাজার পর ১১ জন নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি। যোগ করা সময়ে ৫ মিনিটের মাথায় ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন জিউলিয়ানো সিমিওনের বদলি নামা নিকো গঞ্জালেস।

সেন্টিনারিও স্টেডিয়ামের মাঠ নিয়ে সমালোচনা হতে পারে। স্বাভাবিক পাসিং ফুটবল খেলতে পারেনি দুই দল। আক্রমণভাগে আলভারেজকে সামনে রেখে বাঁয়ে আলমাদা ও ডানে সিমিওনেকে খেলান আর্জেন্টিনা কোচ স্কালোনি।

সল্ট ও কোহলির জোড়া পঞ্চাশে কেকেআরের হার

আপনজন ডেস্ক: কলকাতার ইডেন গার্ডেনে আজ হয়ে গেল আইপিএলের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের এই আয়োজন আলোকিত হয়েছে শাহরুখ খান-দিশা পাটানির নাচ ও শ্রেয়া ঘোষালের গানে। আইপিএলের উদ্বোধনে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিলেন বলিউড বাদশাহ এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্যতম মালিক শাহরুখ খান।

উদ্বোধনী ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে খেলেছে তাঁর দল। ম্যাচ শুরুর আগে কলকাতার ইডেন গার্ডেন স্টেডিয়াম মাতিয়েছেন দলটির মালিক শাহরুখ। বলতে গেলে তাঁর সঙ্গে নেচেছে গোটা স্টেডিয়াম। মঞ্চে শাহরুখের নাচের সঙ্গী ছিলেন বেঙ্গালুরুর সবচেয়ে বড় তারকা বিরাট কোহলিও। দিশা পাটানির নাচেও মুগ্ধ ছিল ইডেন গার্ডেনের দর্শক। এ ছাড়া মাদকতা ছড়িয়েছে শ্রেয়ার কণ্ঠের অসাধারণ গান।

ম্যাচের আগে হাসি-গানে মাতলেও ম্যাচ শেষে শাহরুখের সেই হাসি অবশ্য আর থাকেনি। বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে তাঁর দল কলকাতা আগে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ১৭৪ রান। কিন্তু সেই লক্ষ্য পাত্তাই পায়নি বেঙ্গালুরুর সামনে। ফিল সল্ট ও বিরাট কোহলির জোড়া ফিফটিতে মাত্র ৩ উইকেট হারিয়েই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বেঙ্গালুরু।

১৭৫ রানের লক্ষ্য তাড়ায় শুরু থেকেই ঝড় তোলেন বেঙ্গালুরুর দুই ওপেনার ফিল সল্ট ও বিরাট কোহলি। বৈভব অরোরার তৃতীয় ওভারে ২০ রান নেওয়ার পর বরুণ চক্রবর্তীর চতুর্থ ওভারে আসে ২১ রান। দুই ওপেনারের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ৫ ওভারেই বেঙ্গালুরু করে ৭৫ রান।

এরপর অবশ্য রানের গতি খানিকটা মন্থর হয়ে আসে, ৩১ বলে ৫৬ রান করে ফিরে যান সল্টও। তবে থামানো যায়নি বেঙ্গালুরুকে। কোহলি ও রজত পতিদারের ব্যাটিং নৈপুণ্যে দারুণ এক জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বেঙ্গালুরু। দলকে জয়ের দ্বারপ্রান্তে রেখে ১৬ বলে ৩৪ রান করে আউট হন পতিদার। তবে ৩৬ বলে ৫৯ রান করে অপরাজিত থাকেন কোহলি। উদ্বোধনী ম্যাচের প্রথম ওভারেই কুইন্টন ডি ককের উইকেট হারায় কলকাতা। ৪ রান করা ডি ককে ফেরান জস হ্যাজলউড। তবে দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে দারুণভাবে কলকাতাকে এগিয়ে নেন সুনীল নারিন ও অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে। এ দুজন মিলে গড়েন ৫৫ বলে ১০৩ রানের জুটি। ২৬ বলে ৪৪ রান করা নারাইনের বিদায়ে ভাঙে এ জুটি। নারাইনের বিদায়ের পরপর ফিরে যান রাহানেও। ক্রুনাল পান্ডিয়ার বলে ফেরার আগে ৩১ বলে ৬ চার ও ৪ ছক্কায় ৫৬ রান করেন রাহানে। খুব বেশি রান যোগ করতে পারেননি ভেঙ্কটেশ আইয়ারও (৬)।

শেষ দিকে অংকৃশ রঘুবংশীর দ্রুতগতিতে তোলা ২২ বলে ৩০ রানে শেষ পর্যন্ত কলকাতা পায় ৮ উইকেটে ১৭৪ রানের সংগ্রহ। বেঙ্গালুরুর হয়ে ২৯ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন ক্রুনাল এবং ২২ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন হ্যাজলউড।

খেলোয়াড়দের অভিযোগে ধারাভাষ্য থেকে বাদ ইরফান পাঠান!

আপনজন ডেস্ক: ২০২৫ আইপিএলের ধারাভাষ্যকারদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে গতকাল। ভারত ও ভারতের বাইরের বর্তমান ও সাবেক ৫০-এর বেশি ক্রিকেটার ম্যাচে ধারাভাষ্য দেবেন। তবে দীর্ঘ এই তালিকায় ভারতের সাবেক অলরাউন্ডার ইরফান পাঠানের নাম নেই। আগের আসরগুলোয় কাজ করলেও এবার পাঠানকে না রাখায় বিস্মিত অনেকেই। ক্রীড়া সংবাদমাধ্যম 'মাই খেল' বলছে, ভারতীয় কিছু ক্রিকেটার পাঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করায় তাঁকে ধারাভাষ্য প্যানেল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ওই ক্রিকেটারদের দাবি, ইরফান ব্যক্তিগত রোষ থেকে ধারাভাষ্যে তাঁদের নিয়ে সমালোচনামূলক কথা বলেন। এমনকি এক তারকা ক্রিকেটার পাঠানের ফোন নম্বর ব্লকও করে রেখেছেন।সূত্রের বরাতে মাইখেল লিখেছে, পাঠান ধারাভাষ্যে ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত টেনে আনেন বলে অভিযোগ করেছেন ক্রিকেটারেরা। সর্বশেষ অস্ট্রেলিয়া সফরে পাঠানের নির্দিষ্ট এক ক্রিকেটারকে নিয়ে সমালোচনামূলক কথা সেই তারকা ভালোভাবে নেননি। ওই ক্রিকেটার তাঁকে ফোনে ব্লক করেছেন বলে জানিয়েছে সেই সূত্র। সংবাদমাধ্যমটি এ বিষয়ে পাঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করেও মন্তব্য

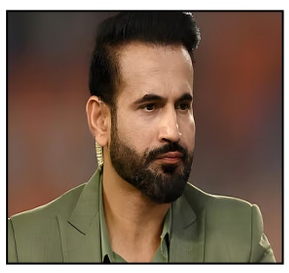

পায়নি। সূত্র আরও জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক ও আইপিএল ম্যাচে নির্দিষ্ট কিছু ক্রিকেটারের সঙ্গে আলাপচারিতায় সময় পাঠানের প্রচুর 'অ্যাটিটিউড' দেখানো ভালোভাবে নেয়নি বিসিসিআই। সূত্রটি বলেছেন, 'এসব না হলে তার নাম (ধারাভাষ্য প্যানেলে) থাকত। গত দুই বছর ধরেই সে এটা করছে, নির্দিষ্ট কিছু খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত এজেন্ডা কায়েম করছে, যেটা ভালোভাবে নেওয়া হয়নি।'

ধারাভাষ্যকার হিসেবে বিসিসিআইয়ের অফিশিয়াল সম্প্রচারকদের কাছে চুক্তিপত্র না পাওয়া একমাত্র ব্যক্তি নন ইরফান। এর আগে ভারতের সঞ্জয় মাঞ্জরেকার ও হার্শা ভোগলেও ধারাভাষ্য প্যানেল থেকে বাদ পড়েছিলেন কিছু ক্রিকেটারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে। ধারাভাষ্যে তাদের কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি সেসব ক্রিকেটার।

২০২০ সালে মাঞ্জরেকার বিসিসিআইয়ের ধারাভাষ্য প্যানেল থেকে বাদ পড়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারতের ওয়ানডে সিরিজে। তার আগে কিছু বিতর্ক তৈরি হয়েছিল মাঞ্জরেকারকে ঘিরে।

হার্শার সঙ্গে ধারাভাষ্যে বিতর্কে জড়ানো, সৌরভ গাঙ্গুলির সমালোচনা, রবীন্দ্র জাদেজাকে 'ছোট ক্রিকেটার' (বিটস অ্যান্ড পিসেস ক্রিকেটার) বলে মন্তব্য করেছিলেন মাঞ্জরেকার। ২০১৬ আইপিএল শুরুর কিছুদিন আগে কোনো রকম ব্যাখ্যা দেওয়া ছাড়াই হার্শাকে ধারাভাষ্য প্যানেল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

এবারের আইপিএলে অফিশিয়াল সম্প্রচারকারক স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, যারা ১০টি ভিন্ন ভাষায় খেলা দেখাবে। এ ছাড়া ডিজিটাল স্বত্ব জিও হটস্টারের।

ন্যাশনাল ফিড ধারাভাষ্যকারদের মধ্যে আছেন সুনীল গাভাস্কার, সঞ্জয় মাঞ্জরেকার, মাইকেল ক্লার্ক, ম্যাথু হেডেন, মার্ক বাউচার, শেন ওয়াটনসন, বীরেন্দর শেবাগ, হরভজন সিং, শিখর ধাওয়ান, কেইন উইলিয়ামসন, এবি ডি ভিলিয়ার্সসহ ২৫ বর্তমান ও সাবেক ক্রিকেটার। আর ওয়ার্ল্ড ফিডে রাখা হয়েছে রবি শাস্ত্রী, অ্যারন ফিঞ্চ, ড্যানি মরিসন, ইয়ান বিশপ, অ্যালান উইলকিনসদের।

হামজার মতো বিদেশ থেকে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের আনতে চায় ভারত

আপনজন ডেস্ক: হামজা চৌধুরীর জন্ম বাংলাদেশে না হলেও তিনি এখন বাংলাদেশ জাতীয় দলের ফুটবলার। যুক্তরাজ্যে বেড়ে ওঠা এই ফুটবলার মায়ের সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে লাল-সবুজের জার্সি গায়ে দিয়েছেন। মঙ্গলবার এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের খেলায় ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশ দলে অভিষেক হচ্ছে তাঁর। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) মতো অল-ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনও (এআইএফএফ) বিদেশে বেড়ে ওঠা ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের তাদের জাতীয় ফুটবলে নিতে চায়। এ বিষয়ে একটি নীতিকাঠামো তৈরি করছে এআইএফএফ। ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, এআইএফএফ ভারত ফুটবল দলের জন্য স্ট্রাইকারের অভাব পূরণ করতে বিদেশে অবস্থানরত ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের দলে ভেড়ানোর চিন্তা করছে। এ বিষয়ে এআইএফএফের সভাপতি কল্যাণ চৌবে পিটিআইকে বলেন, 'আমরা একটি নীতিকাঠামো প্রস্তুত করছি, যার আওতায় বিদেশে অবস্থানরত ভারতীয় বংশোদ্ভূত খেলোয়াড়দের দলে নেওয়া যাবে। অনেক দেশ এর মধ্যেই এমন নীতিমালায় কাজ করছে।' বিদেশে থাকা ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের খেলাতে পারলে 'এই খেলোয়াড়েরা ভারতীয় ফুটবলের গেম-চেঞ্জার' হতে পারে বলে আশা চৌবের। ভারতের ফুটবল-প্রধান বিদেশি খেলোয়াড়ের দিকে হাত বাড়ানোর কারণ হিসেবে আলাদাভাবেই সুনীল ছেত্রীর নাম নিয়েছেন। গত বছরের মাঝামাঝিতে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেওয়া ছেত্রী এ বছর আবার জাতীয় দলে ফিরেছেন। ভারতে ভালো মানের স্ট্রাইকার না থাকায় ৪০ বছর বয়সী ছেত্রীর ওপর ভর করতে হচ্ছে বলে জানান চৌবে, 'এখন আমরা সুনীলের মতো একজনের ওপর নির্ভরশীল। প্রশ্ন হচ্ছে, এরপর কে? ভারতীয় স্ট্রাইকার তৈরির লম্বা পরিকল্পনা করা দরকার, বিশেষ করে ৯ ও ১০ নম্বর খেলোয়াড়। এখন বেশির ভাগ ক্লাব এ জায়গাগুলোয় বিদেশি স্ট্রাইকার খেলায়। যেটা ভারতীয় ফরোয়ার্ড তৈরির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।' ফিফা নীতিমালা অনুসারে, একজন ফুটবলার যে দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন, সে দেশের স্থায়ী নাগরিকত্ব থাকতে হবে। যেখানে নাম, জন্মতারিখ, জন্মস্থান, জাতীয়তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকবে। ব্রাজিল, ফ্রান্স, ইংল্যান্ডের মতো বিশ্ব ফুটবলের পরাশক্তি দেশগুলো দ্বৈত নাগরিকত্বের খেলোয়াড় অনুমোদন করে। এর মাধ্যমে জন্মসূত্রে নাগরিক না হলেও দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রদানের মাধ্যমে ফুটবলারকে জাতীয় দলে খেলানো যায়। বাংলাদেশ ফুটবল দলে হামজা চৌধুরীর অন্তর্ভুক্তিও দ্বৈত নাগরিকত্বের মাধ্যমে। যুক্তরাজ্যের লেস্টারে জন্ম নেওয়া হামজা সে দেশের নাগরিক হলেও মা রাফিয়া চৌধুরীর সূত্রে বাংলাদেশি নাগরিকত্ব নিয়েছেন। সেই সূত্রে এখন বাংলাদেশ দলের হয়েও খেলছেন।

সবচেয়ে বেশি ডট বল করা বোলারকেই একাদশে নিল না বেঙ্গালুরু

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টির যুগে এখন ডট বলও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কে কত উইকেট পেলেন, এর চেয়েও মাঝেমধ্যে বেশি আগ্রহের বিষয় হয়ে যায় কে কতগুলো ডট বল করতে পারলেন। ডেথ বোলিংয়ের সময় একটা ডটও ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

আইপিএলে 'গুরুত্বপূর্ণ' ডট বল সবচেয়ে বেশি করেছেন পেসার ভুবনেশ্বর কুমার। এমনকি তালিকার সেরা পাঁচে তিনি ছাড়া আর আর একজনই পেসার। তাঁকে এবার দলে নিয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

ফ্র্যাঞ্চাইজিটির বোলিং ইউনিট খুব একটা ভালো হয় না, এই সমালোচনাও অনেক দিনের। অথচ আইপিএল ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ডট বল করা বোলারকে স্কোয়াডে নিয়েও তাঁকে ছাড়াই টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে

বেঙ্গালুরু।

আইপিএল ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ১৬৭০টি ডট বল করেছেন ভুবনেশ্বর, ওভারপ্রতি তিনি রান দিয়েছেন ৭.৫৫ গড়ে। শুধু যে ডট করেছেন, তাই নয়– টুর্নামেন্টে ১৮১টি উইকেটও আছে এই পেসারের।

ভুবনেশ্বরের পরই এই তালিকায় আছেন সুনীল নারাইন।

ক্যারিবিয়ান এই স্পিনার ১৮০ উইকেট নেওয়ার সঙ্গে ১৬০৫টি ডট বলও করেছেন। তিনে আছেন ভারতীয় স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন– বেশ কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলা এই বোলার ১৫৬৩টি ডট বল করেছেন, তারও উইকেট ১৮০টি।

আইপিএলের ইতিহাসে যুজবেন্দ্র চাহালের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৯২ উইকেট পিয়ূশ চাওলার। ডট বল করার দিক থেকে তিনি আছেন চার নম্বরে– আইপিএলে মোট ১৩৩৭টি বলে কোনো রান দেননি চাওলা। তালিকার পাঁচে আছেন ভারতীয় পেসার যশপ্রীত বুমরা–১২৬৯টি ডট বল করেছেন তিনি। আইপিএলে সবচেয়ে বেশি উইকেট যার, সেই চাহাল ডট বল দেওয়ার ক্ষেত্রে আছেন সাত নম্বরে। টুর্নামেন্টে সব মিলিয়ে ১২২৯টি ডট বল করেছেন চাহাল।

আইপিএলে কোন দল কেমন

আবারও ব্যাটিংয়ে ভার, বোলিংয়ে হালকা কোহলির বেঙ্গালুরু

আপনজন ডেস্ক

আরও একটা আইপিএল শুরু হচ্ছে ২২ মার্চ থেকে। ১০ দলের এই আসরে এবার শিরোপা জিতবে কারা? টুর্নামেন্ট শুরুর আগে দলগুলোর শক্তি-দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

স্কোয়াড: ২২ জন
ভারতীয়: ১৪ জন
বিদেশি: ৮ জন
অধিনায়ক: রজত পতিদার
কোচ: অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার
শিরোপা: নেই
রিটেইনড (ধরে রাখা খেলোয়াড়): বিরাট কোহলি, রজত পতিদার, যশ দয়াল
নিলামে কেনা: জশ হ্যাজলউড, ফিল সল্ট, জিতেশ শর্মা, ভুবনেশ্বর কুমার, লিয়াম লিভিংস্টোন, রাসিখ সালাম, ক্রুনাল পান্ডিয়া, টিম ডেভিড, সুয়শ শর্মা, জ্যাকব বেথেল, দেবদূত পাড়িক্কাল, নুয়ান তুষারা, রোমারিও শেফার্ড, স্বপ্নীল সিং, স্বস্তিক চিকারা, মনোজ ভান্দগে, অভিনন্দন সিং, লুঙ্গি এনগিডি, মোহিত রাঠি।

শক্তি

◆ মৌসুম আসে মৌসুম যায়, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) অবস্থা একই থেকে যায়। অতীতের মতো এবারও আরসিবির ব্যাটিং লাইনআপ বেশ শক্তিশালী। গত মৌসুমে কলকাতার হয়ে ৪৩৫ রান করা ফিল সল্ট থাকবেন ওপেনিংয়ে, সঙ্গী আইপিএলের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক বিরাট কোহলি।

◆ টপ অর্ডারে খেলতে পারেন অধিনায়ক রজত পতিদার ও দেবদূত পাড়িক্কাল। মিডল অর্ডারেও হার্ড হিটারের আধিক্য। এই যেমন লিয়াম লিভিংস্টোন, টিম ডেভিড, রোমারিও শেফার্ড, জিতেশ শর্মা, ক্রুনাল পান্ডিয়ারা নিজেদের দিনে খেলা পরিবর্তন করে দিতে পারেন। ইংল্যান্ডের তরুণ অলরাউন্ডার জ্যাকব বেথেলও আছেন বেঙ্গালুরুতে।

◆ কোহলির দল এবার তুলনামূলক ভালো পেস আক্রমণ নিয়ে খেলবে। আইপিএল কিংবদন্তি ভুবনেশ্বর কুমারকে এবার দিলে ভিড়িয়েছে বেঙ্গালুরু। পেস বিভাগে আরও আছেন হ্যাজলউড, লুঙ্গি এনগিডি ও জশ দেয়াল। তবে চমকে দিতে পারেন শ্রীলঙ্কার বাঁহাতি পেসার নুয়ান তুষারাও।

◆ ২০২২ আসর থেকে বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক ছিলেন ফাফ ডু প্লেসি। এবার বেঙ্গালুরু ডু প্লেসিকে ধরে না রেখে অধিনায়ক করেছে রজত পতিদারকে। অপেক্ষাকৃত নতুন মুখের কাঁধে অধিনায়কত্ব দিয়ে এবার অনেকটাই নতুন করে শুরু করতে চায় বেঙ্গালুরু। এই নতুন শুরু বেঙ্গালুরুর জন্য অনুপ্রেরণাও হতে পারে।

দুর্বলতা

◆ বেঙ্গালুরুতে বিশ্বমানের স্পিনার নেই। ঘরের মাঠ চিন্নাস্বামীর ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে সুয়শ শর্মা, স্বপ্নিল সিং, ক্রুনাল পান্ডিয়ারা কতটা রাজত্ব করতে পারবেন সেটি নিয়ে প্রশ্ন আছে।

◆ ইতিহাস বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে। কোনো আসরে চ্যাম্পিয়ন হতে না পারা দলটির প্রতি সমর্থকদের প্রত্যাশা অনেক। ১৭ আসর ধরে সেটি তারা পূরণ করতে পারছে না। এবারের চাপটা তাই দেড় যুগের।

প্রত্যাশা ও বাস্তবতা

বেঙ্গালুরুর কাছে সমর্থকদের প্রত্যাশা আকাশচুম্বী। বিরাট কোহলির হাতে ট্রফি দেখতে চান তারা। তবে সেই অর্থে ভারসাম্যপূর্ণ দল গড়তে পারেননি তারা।

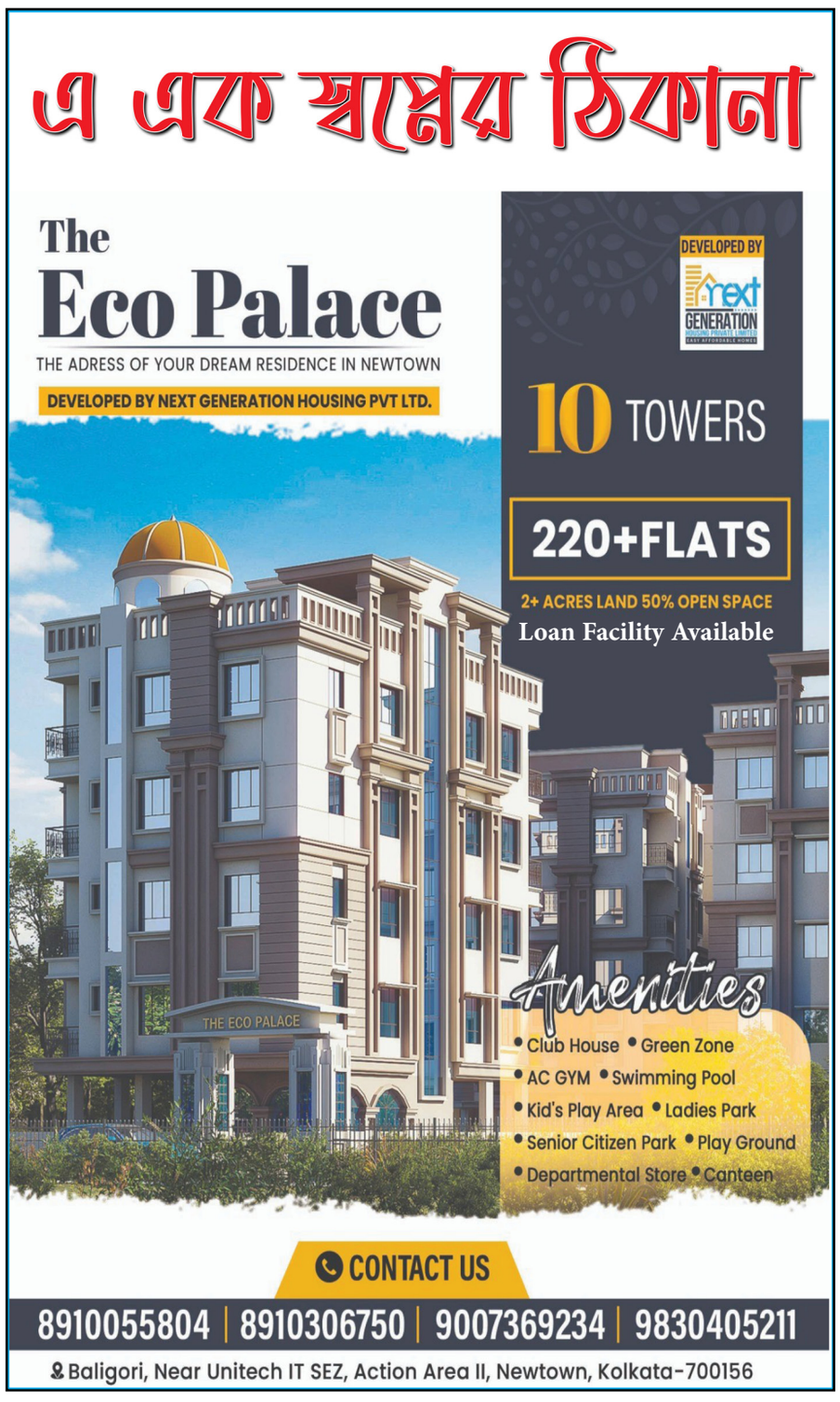

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**